World Vision

50

YEARS

50

World Vision

YEARS

of Hope, Joy, and Justice, For All Children in Bangladesh

সম্পাদক
টনি মাইকেল গমেজ

Editor
Tony Michael Gomes

সহ-সম্পাদক
মোঃ গোলাম এহছানুল হাবিব
জুলিয়েট মন্ডল

Sub- Editor
Md. Golam Ehsanul Habib
Juliet Mondol

সম্পাদনা পর্ষদ
সায়কা কবির, নিশাত সুলতানা, হুমায়রা সুলতানা, লিপি মেরী রড্রিকস,
তানজিয়া আমরিন হক, সুবর্ন চিসিম, ফাল্গুনী মজুমদার, জর্জ সরকার,
ফারজানা তাবাসসুম, শ্রাবন্তী দেবনাথ,
হিমালয় যোসেফ ম্রি, অবনী আলবার্ট রোজারিও

Board of Editors
Ms. Saeqah Kabir, Nishath Sultana, Humaira Sultana,
Lipy Mary Rodrigues, Tanzia Amreen Haq,
Suborno Chisim, Falguni Mazumder, George Sarkar,
Farzana Tabassum, Shrabanti Debnath,
Himaloy Joseph Mree, Aboni Albert Rozario

উপদেষ্টা মন্ডলী
সুরেশ বার্টলেট, চন্দন জেড গমেজ, স্ট্যানিসলাস রোজারিও,
জন স্যালভেরাজ, সাগর মারান্ডী, দোলন যোসেফ গমেজ,
জেনী মিলড্রেড ডি: ক্রুশ, লিমা হান্না দারিং,
মঞ্জু মারীয়া পালমা, অরুণাভ সাহা, সৈয়দ আকতারুজ্জামান

Advisory Committee
Suresh Bartlett, Chandan Z Gomes, Stanislaus Rozario,
John Selvaraj, Sagor Marandy, Dulon Joseph Gomes,
Jenny Mildred D' Cruze, Lima Hanna Daring,
Monju Maria Palma, Arunava Saha, Syed Aktaruzzaman

অলংকরণ
কে এম মুনমুন হাফিজ
পিটার জেভিয়ার রোজারিও

Design and Graphics
K M Munmun Hafiz
Peter Xavier Rozario

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
যোয়েল মন্ডল
দেবাশীষ রঞ্জন সরকার

Special Thanks to
Joel Mondol
Devashish Ranjan Sarker

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
মাননীয় স্পীকারের কার্যালয়

Acknowledgement
The President’s Office of Bangladesh, Bangabhaban
The Prime Minister's Office of Bangladesh
Bangladesh National Parliament

সম্পাদকীয়

এরই মধ্যে সূর্যকে ৫০ বার প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী। পৃথিবীকে যদি বলো সে বলবে কিছু নয় অণুমাত্র কাল। আর আমরা বলবো, ঈশ্বরের আর্শীবাদে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার ৫০টি বছর।

এই অর্ধশত বছর ধরে পৃথিবীর বৃহত্তম দুর্যোগ প্রবণ ব-দ্বীপ জনপদের দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ শিশু এবং তাদের পরিবারের মানুষগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ওয়ার্ল্ড ভিশনের আকাশ প্রমাণ কার্যক্রম আর শত সহস্র জীবন বদলানোর গল্প-ছাপাখানার দুইমলাটে বাঁধাই করার সাহস কিংবা সামর্থ্য কোনটিই আমাদের নেই।

তবুও, যদি এই প্রকাশনার গৌরবোজ্জ্বল ৫০টি জীবন পরিবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের
আগামী ১০০ বছরের অনুপ্রেরণার কারণ হয় তবেই এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব এবং আমাদের এই অক্লান্ত প্রয়াস সার্থক হবে ।

টনি মাইকেল গমেজ
পরিচালক কমিউনিকেশনস এন্ড এডভোকেসী

Editorial

The earth has completed fifty turns around the sun. To the earth this is the time it takes to blink. To us living within her veins, it is a blessing from God to have seen the dream of our nation's father, an independent Bangladesh, manifest over fifty golden years.

For half a century, World Vision has gone above and beyond to open up the world and lend opportunities to millions of the most vulnerable children and communities of Bangladesh, who have proven time and again that the only thing that stood between them and greatness was the absence of someone to believe in them.

It is a daring move indeed that we have tried to capture such powerful experiences that occurred in this expanse of five decades within the pages of a single book. Nevertheless, the fifty stories within this book, that we have bound together with all our love, are fifty of our brightest stars plucked from a galaxy of thousands. Our hope is that these stars will light the way as we map our course for the next hundred years in Bangladesh.

Tony Michael Gomes
Director of Communications and Advocacy

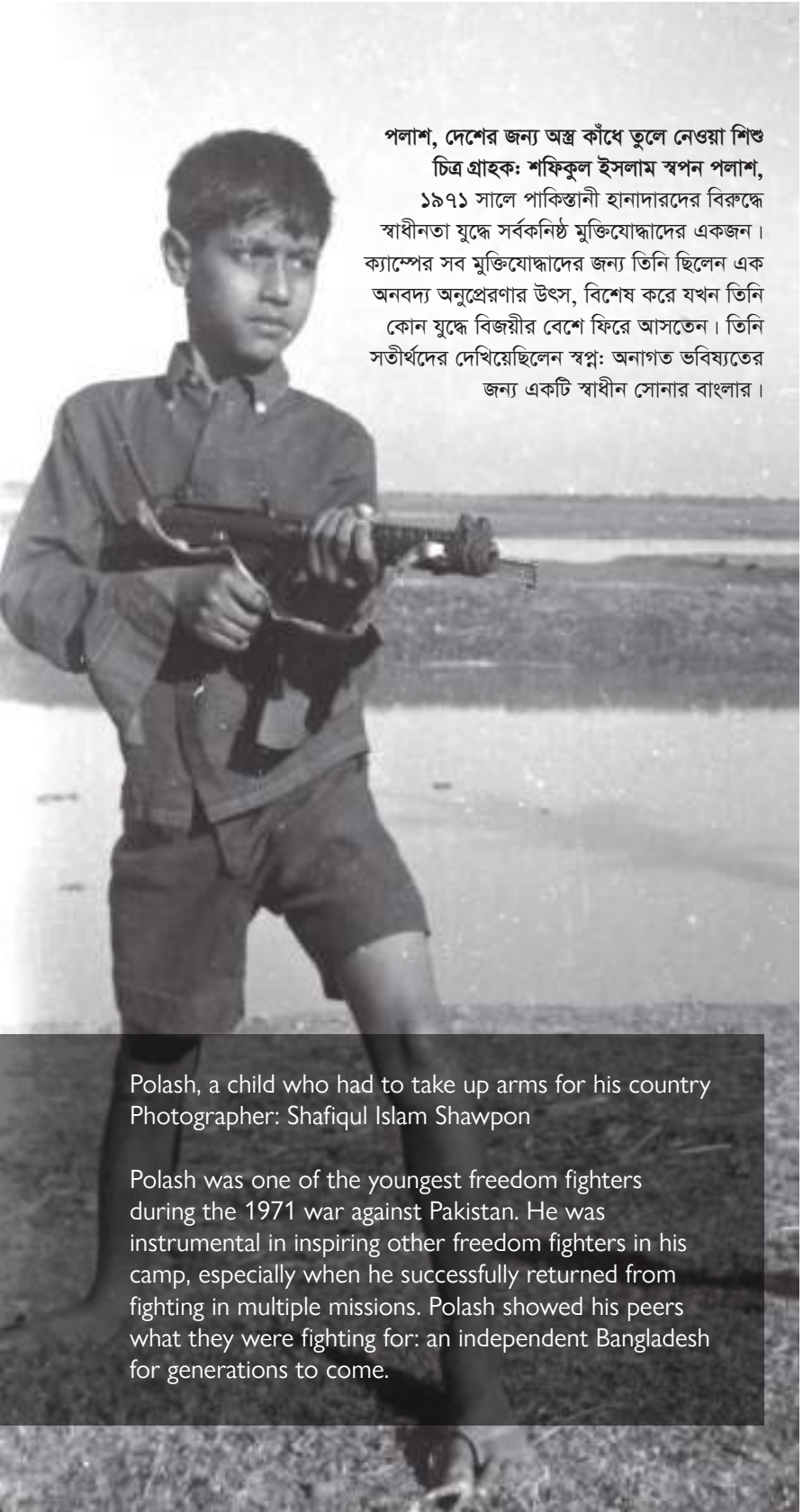

পলাশ, দেশের জন্য অস্ত্র কাঁধে তুলে নেওয়া শিশু
চিত্র গ্রাহক: শফিকুল ইসলাম স্বপন পলাশ,
১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধাদের একজন। ক্যাম্পের সব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি ছিলেন এক অনবদ্য অনুপ্রেরণার উৎস, বিশেষ করে যখন তিনি কোন যুদ্ধে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসতেন। তিনি সতীর্থদের দেখিয়েছিলেন স্বপ্ন: অনাগত ভবিষ্যতের জন্য একটি স্বাধীন সোনার বাংলার।

Polash, a child who had to take up arms for his country
Photographer: Shafiqul Islam Shawpon

Polash was one of the youngest freedom fighters during the 1971 war against Pakistan. He was instrumental in inspiring other freedom fighters in his camp, especially when he successfully returned from fighting in multiple missions. Polash showed his peers what they were fighting for: an independent Bangladesh for generations to come.

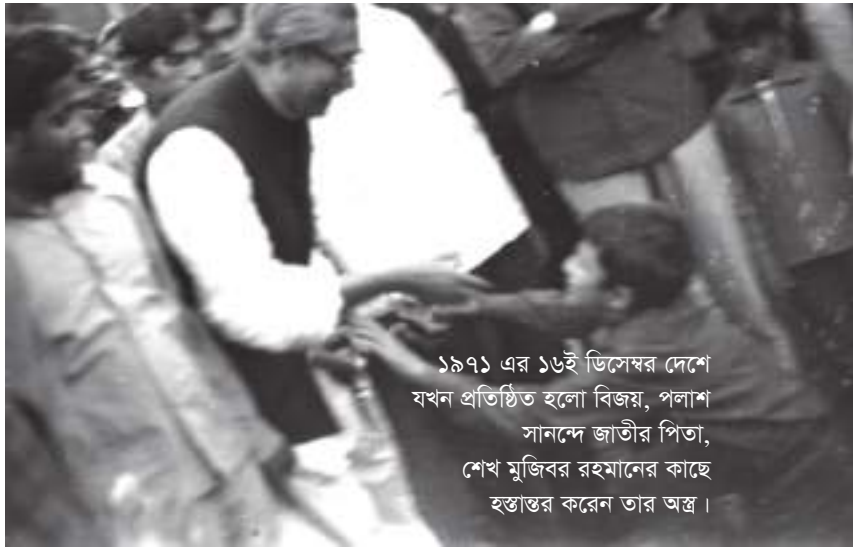

১৯৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বর দেশে যখন প্রতিষ্ঠিত হলো বিজয়, পলাশ সানন্দে জাতীর পিতা, শেখ মুজিবর রহমানের কাছে হস্তান্তর করেন তার অস্ত্র।

When victory for Bangladesh was declared after December 16, 1971, Polash happily surrendered his arms to Sheikh Mujibur Rahman, the Father of Independent Bangladesh.

উৎসর্গ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের পথচলার ৫০ বছর পূর্তির এই বিশেষ প্রকাশনাটি উৎসর্গ করছি বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই সঙ্গে নাম জানা অজানা সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি, যার মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলার আকাশে উড়ে লাল সবুজ পতাকা। পাঁচ দশকের ইতিহাস নির্ভর এই প্রকাশনাটি উৎসর্গ করি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সকল নিবেদিত প্রাণ নির্বাহী পরিচালক, স্পন্সর, কর্মী ও সেচ্ছাসেবকদের প্রতি, যাঁরা একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে নিজেদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো ব্যয় করেছেন, করছেন এবং করবেন।

Dedication

In honor of 50 years of independence for Bangladesh and World Vision's operations in the country, we dedicate this special publication to Bangladesh's golden son, the father of the nation, Sheikh Mujibur Rahman. We also pay tribute to the nation's martyrs, known and unknown, and the freedom fighters who gave us a free Bangladesh, in whose skies the green and red of our flag flies, in exchange for their blood and precious lives.

We also dedicate this book to our National Directors, sponsors, staff and volunteers at World Vision Bangladesh, past and present, who gave the best years of their lives to help a war-weary Bangladesh become a self-sufficient nation, and will continue to work tirelessly towards the nation's progress.

১৯৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনে রাজপথে নারী
পশ্চিম পাকিস্তান (বাংলাদেশ)
চিত্র গ্রাহক: জালাল উদ্দীন হায়দার
১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর বহুবিধ পদচারণা ছিল শুরু থেকেই। রণাঙ্গনে তারা ছিলেন সামনের সারির মুক্তিসেনাদের ডান হাত, নিয়েছেন তাদের পাচকের ভার, হয়েছেন অকুতোভয় বার্তাবাহী, অনুপ্রেরণা দানকারী, ছিলেন চিকিৎসা সহকারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। রাজপথে বিক্ষোভ করা থেকে শুরু করে নির্মম ধর্ষণের শিকার নারী দেশের জন্য নিঃশর্তে বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেদের জীবন। দেশের স্বার্থে যে মা, বোন, স্ত্রী, কণ্যাগণ জীবনের সর্বস্ব বলি দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

Students on the streets during the non-cooperation movement of 1971, East Pakistan (Bangladesh). Photographer: Jalal Uddin Haider

Women participated in the Liberation war of 1971 in multiple roles. When the war began, women went from a life indoors to providing medical assistance and finally fighting in the frontlines.

From leading and marching in protests to becoming the victims of censure, rape and even having to sacrifice their lives, their dedication to the liberation movement was unconditional. This tribute is to the mothers, sisters, wives, daughters and women from all walks of life who lay down their lives for the country.

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২১ আশ্বিন ১৪২৮
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি আন্তর্জাতিক ত্রাণ ও মানবিক উন্নয়ন সংস্থা যা ১৯৫০ সাল থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে একটি বৈষম্যমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের যাত্রা শুরু ১৯৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে জরুরি ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার শরণার্থীর মাঝে জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রদানে সংস্থাটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

এইচআইভি এইডস নিয়ন্ত্রণ, আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, মা ও শিশু উন্নয়ন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ভিশন গৃহীত কার্যক্রম জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে সংস্থাটি মাঠ পর্যায়ে কাজ করে। এছাড়া বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ওয়ার্ল্ড ভিশন নয়টি ক্যাম্পে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করা। আমি আশা করি এ লক্ষ্য অর্জনে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তাদের কার্যক্রম আরো জোরদার করবে।

আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ ভাদ্র ১৪২৮
২ সেপ্টেম্বর ২০২১

বাণী

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তার কার্যক্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংস্থাটির সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই ওয়ার্ল্ড ভিশন দেশের উন্নয়নে সহযাত্রী হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার শরণার্থীর জরুরি মানবিক সহায়তায় এবং পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এ উন্নয়ন সহযোগি সংস্থাটি আজও উন্নয়নের নানা ক্ষেত্রে বিশেষকরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুর সুরক্ষা ও বিকাশ, শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, যুবকদের কর্মসংস্থান এবং জেন্ডার বৈষম্য নিরোসনে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ৫০ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তিনি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। ধ্বংস-প্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে তিনি অল্পোন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যান। সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন একটি শোষণ-বঞ্চনামুক্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে তাঁকে পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করে। থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিবার, প্রান্তিক মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি ভাতার আওতায় আনা হয়। এর পর ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ বছর আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি। এ সময়ে বাংলাদেশ অল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

বর্তমান করোনা মহামারীর মধ্যেও রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আশা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তার অবস্থান থেকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি অবদান রাখবে।

আমি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ- এর কার্যক্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি
স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ফোন : ৮৮-০২-৯১১১৯৯৯ (অফিস)
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১২২২৫৪ (অফিস)
e-mail : speaker@parliament.gov.bd
: speaker.bangladesh.sso@gmail.com
Web : http://www.parliament.gov.bd

বাণী

আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' বাংলাদেশে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দীর্ঘ পথচলায় 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই দেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শিশু উন্নয়ন ও আর্তমানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন। বিগত ৫০ বছর ধরে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন-অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন, শিশু সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নানা পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে সংস্থাটি। শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ এখনো আমাদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ, যেখানে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের মতো শিশুকেন্দ্রিক সংস্থার অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে কর্মযাত্রার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এর বাণী

২০২১ সাল বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে এবং বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আন্তর্জাতিক সেচ্ছাসেবী সংস্থা "ওয়ার্ল্ড ভিশন" বাংলাদেশে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযাত্রী হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুর সুরক্ষা ও বিকাশ, শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় এর সাথে যৌথভাবে নবযাত্রা প্রকল্পের মাধ্যমে মা ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহযোগীতায় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে জনগণকে সেবা দিতে উৎসাহিতকরণ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহযোগিতায় যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জেন্ডার বৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ওয়ার্ল্ড ভিশনের সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

আমি আশা করি 'ওয়ার্ল্ড ভিশন' এর এই ধরনের উন্নয়ন কর্মকান্ড আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তা সবিশেষ সহায়ক হবে।

ওয়ার্ল্ড ভিশনের সুবর্ণজয়ন্তীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কে.এম. তারিকুল ইসলাম

Message from the President and CEO, World Vision International

It is no coincidence that World Vision Bangladesh's 50th anniversary coincides with Bangladesh's 50th year of independence as a nation.

We are so proud and honoured to have been there from the very start, walking alongside the most vulnerable children. Throughout this half century of service, our mission has remained as clear as ever: to bring hope by empowering every girl and boy to reach their God-given potential. Thanks to your unwavering support, we have achieved just that. Our dedicated staff, who live in the very communities they serve, have transformed the lives of countless children, their families, and entire communities.

For this, I am grateful – and the world is grateful. Through your partnership, we have changed the lives of many generations of children. Without you, their futures would have been very different. From child protection, empowerment, health and nutrition, education and livelihoods, we continue to tackle injustice and the root causes of poverty. Most importantly, we listen to the children we serve – and we listen well. We act on what they tell us about the barriers they face, and about their hopes and dreams for the future. And we empower them to make a difference in their own lives.

As you mark this milestone, I join you in celebrating an impressive history. And I look forward to a future full of hope, as we rise to the challenges all around us.

I thank each and every one of you, from the bottom of my heart, for all that you do in the service of children.

May God bless you,

Andrew Morley

Message from the U.S. Ambassador, Bangladesh

On behalf of all of us at the United States Embassy in Dhaka, warm congratulations to World Vision on reaching its 50-year milestone of providing life-saving humanitarian aid and conducting transformative development work to improve the lives of the Bangladeshi people. World Vision is a long-standing partner of the United States Agency for International Development (USAID) in Bangladesh, working together to enhance food security and economic opportunities, improve health and nutrition, promote gender equality, and increase resilience to climate change and natural disasters. For five decades, USAID has partnered with World Vision to reach millions of people living in the most vulnerable areas of Bangladesh to better withstand hardships and help them build their resilience so they may lead healthier and more prosperous lives.

We appreciate your journey and thank you for the fine work you have done for the people of Bangladesh. We look forward to building on our partnership, together with the Government of Bangladesh, to continue improving the lives of the families and children in areas where our help is needed most.

Ambassador Earl R. Miller

Message from the British High Commissioner, Bangladesh

I am delighted to congratulate World Vision on 50 years of partnership with Bangladesh. The half century since independence have seen the country make remarkable progress in human and economic development. From a start in the most difficult circumstances in the aftermath of bitter conflict, Bangladesh has gone on to be a globally admired model of development success. The UK has been a close supporter and partner throughout, building on our strong people to people and economic ties.

World Vision has played a significant role in Bangladesh's success in many of the key areas, including promoting girls education and child protection, and countering child marriage, human trafficking, child labour, and violence against women and girls. World Vision has promoted disability inclusion, and climate mitigation, adaptation and resilience. Amid the disruption caused by COVID-19, World Vision has worked on health systems strengthening, pandemic preparation, vaccination, mental health and nutrition, livelihoods, and economic development.

LDC graduation, now due in 2026, is a huge achievement for Bangladesh, supported by its partners. As the needs of an increasingly prosperous Bangladesh evolve I have no doubt that World Vision will continue in its role as a trusted friend to Bangladesh and its people and I send my best wishes for the next stage of the journey.

Robert Chatterton Dickson

Message from the Australian High Commissioner, Bangladesh

World Vision is one of the Australian Government's longest-standing development partners. We are proud to have worked with World Vision in Bangladesh since 1997 to implement important projects that benefit communities across the country, especially children. World Vision has helped thousands of people, including disadvantaged women and children, with information and support about health and nutrition. In the last year alone, more than 40,000 people benefited from the establishment of gender-sensitive and accessible hand washing and hygiene facilities under World Vision's SHOMOTA project, which was funded by Australia.

In Cox's Bazar, World Vision is part of the Australian Humanitarian Partnership (AHP), delivering lifesaving assistance in the Rohingya refugee humanitarian crisis. As the disability inclusion lead for the AHP consortium, World Vision helps ensure that Australia's humanitarian programs are inclusive and participatory, leaving no one behind.

Australia is committed to working with Bangladesh to build a safe, inclusive and resilient community. Partnerships with experienced NGOs like World Vision help us to fulfil that commitment. I look forward to continuing this partnership and offer my congratulations to the entire country team of World Vision Bangladesh on the occasion of the organisation's 50th anniversary.

Jeremy Bruer

Message from the UN Resident Coordinator, Bangladesh

On behalf of the United Nations, I congratulate World Vision Bangladesh on its 50th anniversary. Over the past half a century, World Vision's programmes have helped Bangladeshis on their path to overcoming poverty and injustice. The United Nations' partnership with World Vision Bangladesh spans over years and several sectors. Currently, the United Nations and World Vision Bangladesh are working together to support Bangladesh in sectors as diverse as child protection, education, gender-based violence, nutrition, refugee response and WASH. In partnership, we have organised an international campaign to challenge violence against women and girls; improved data systems; worked on important programmes such as gender-equitable food security, access to quality informal education and accelerating protection for children; enhanced community-based resilience and preparedness; opened malnutrition prevention and treatment centres; provided general food assistance and rapid response in the refugee camps; as well as improved disaster risk resilience. These are just some achievements that the World Vision Bangladesh and UN agencies, such as UNFPA, UNICEF and UNFPA, have accomplished in partnership over the years.

By aligning the programmes to the Sustainable Development Goals, World Vision plays a role in meeting the ambitious targets of the 2030 Agenda. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality, and addressing the urgency of the climate crisis. As the development community in Bangladesh, we are committed to achieving these goals together. We are looking forward to our continued partnership as we celebrate the 50th anniversary of World Vision Bangladesh.

Ms. Mia Seppo

Message from the World Food Programme Representative and Country Director, Bangladesh

World Vision has always been an important partner of the World Food Programme in Bangladesh, helping to build resilience and ensure food security and nutrition among the most vulnerable communities in the country. From providing emergency food rations and hot meals to implementing self-reliance programs such as drainage clearing and tree plantation, World Vision has been instrumental in alleviating some of the daily burdens of the Rohingya. Since 2019, they have been vital to the Rohingya response as an implementing partner for WFP's General Food Assistance and Rapid Response Programme in the camps. In March of this year, when a devastating fire broke out in the camps, World Vision personnel helped us deliver an "unprecedented" one million hot meals over the course of 20 days to those affected by the fire. When it was needed the most, in the haze of a massive emergency, World Vision stood shoulder to shoulder with us. Together, we also currently implement the Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project which is designed to help Bangladesh cope with the economic strains of hosting the Rohingya. We are successful in this effort because of the deep and long-standing relationship we have developed not only in Bangladesh but around the world. Furthermore, our partnership on the Nobojatra Project, which was designed to ensure gender equitable food security, has helped to ensure that pregnant and lactating women, children, and youth in the south-west, coastal regions of Bangladesh received much needed food assistance. A lot of what we do in the refugee camps and elsewhere in Bangladesh would have been impossible without World Vision and their extremely capable leadership and staff. I take this opportunity to recognise and congratulate World Vision for the vast humanitarian contributions they have made in Bangladesh over the past 50 years.

Richard Ragan

Message from the Partnership Leader, Global Field Operations, World Vision International

Congratulations World Vision Bangladesh on your 50th anniversary! What an achievement! The year is special as it signals a great hope for every girl and boy in Bangladesh. This is a year to celebrate every single staff of World Vision Bangladesh for your success and your achievements. Millions of girls and boys have benefitted from our work over 50 years because of you. Thank you! This is also the time to appreciate your families who greatly contributed to this milestone. This is a year to celebrate our partnership with the government of Bangladesh; thank you for your support to our organisation. This is a year to celebrate all our partners, donors, the children and their communities for making this anniversary possible. This is obviously a year to celebrate every single sponsor, donor, supporter, volunteer and Support Office without whom our organisational longevity would have been a mere dream; thank you!

I have treasured my visit to Dhaka and Cox's Bazar. "Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort." (Paul J. Meyer). Teamwork makes dream work come true. God bless Bangladesh. God bless World Vision Bangladesh.

Happy anniversary,

Jean Baptiste Kamate (JBK)

Message from the Regional Leader, South Asia & Pacific, World Vision International

Together with the nation of Bangladesh, which gained independence in 1971, World Vision Bangladesh (WVB) celebrates fifty years of operations this year. This last decade has presented several challenges and triumphs, and I can gladly assert that World Vision (WV) has stood by the country's most vulnerable children and communities through both. WVB is one of the largest national offices in WV's global partnership and 2nd biggest by budget.

Our staff serve communities through a range of programmes and projects that are geared towards improving child well-being. I am proud to say that our staff are some of the most skilled and compassionate in the sector. The Asia-Pacific leadership has seen the evidence of the excellent work WVB has achieved so far and celebrates this memorable milestone with them.

It is my belief that, despite the ravaging COVID-19 pandemic, a stronger Bangladesh will emerge and thrive, given the country's history of overcoming massive obstacles. This new Bangladesh will be enriched by the new knowledge gained and encouraged by its resilience. WVB will continue to work alongside the Government of Bangladesh, and with the communities we serve, to meet the needs of the most vulnerable children. We will continue to nurture existing partnerships with our stakeholders: government representatives, donors, sponsors, peer agencies, private sector players, civil society networks, community and faith leaders, the children themselves, volunteers and other members of communities, and forge new relationships moving forward.

Once again, my heartiest congratulations to WVB on completing 50 wonderful years and I am sure that your excellence will only grow. My best regards and prayers go out to all the children and communities celebrating with us.

Cherian Thomas

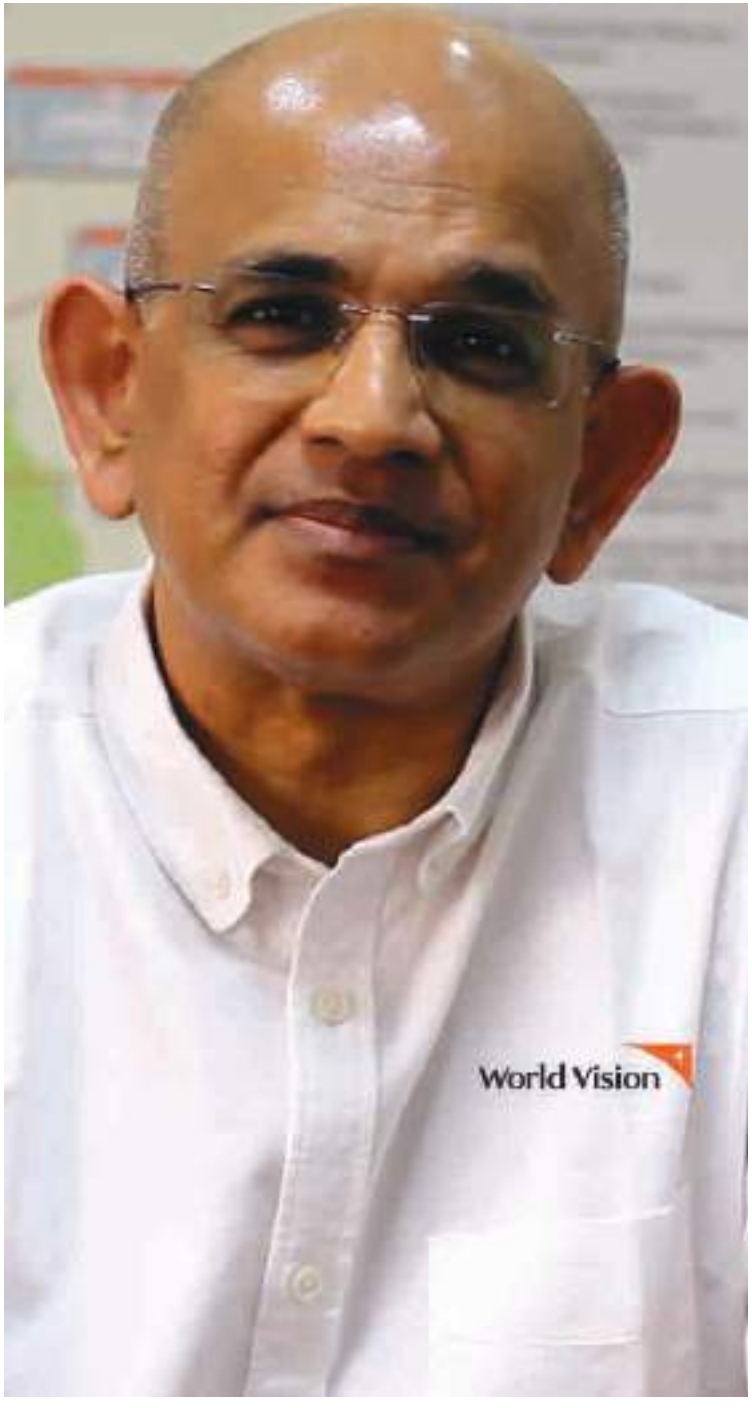

Message from the National Director, World Vision Bangladesh

It is no small feat that World Vision celebrates fifty years of committed service in Bangladesh. It has been an amazing journey of driving transformation and change for the children, families and communities of Bangladesh. World Vision Bangladesh (WVB) is pleased to have played a small part in the country's journey of progress and transformation for these many years.

WVB is grateful to God for all of the opportunities, experiences over these many years in shaping the futures of the children, youth. We cherish the many relationships we have built with communities and the people of Bangladesh. The collaborations forged have significantly contributed to the work we do and enhanced the results achieved.

Reaching some of the most vulnerable communities would not have been possible without the excellent cooperation and partnership that we have enjoyed with the Government of Bangladesh at all levels. This journey has been most gratifying because of the many children who are better cared for, protected, and whose well-being has been ensured as a result of the programs and projects implemented. Our sincere thanks to the many sponsors, donors, partners who have faithfully supported our work throughout these years. WVB has grown exponentially over these many years and its achievements are due also to the dedicated, untiring efforts of our most valuable resource, namely our current and previous staff.

Even as we mark this key milestone, we look back with thanksgiving to God and to all those who have crossed our paths and have been an integral part of this progress. As we embark on the next important phase of our journey, we look forward to building on these relationships so that together we can ensure 'Fullness of Life' for every child in Bangladesh.

Sincerely,
Suresh Bartlett

Where We Have Served

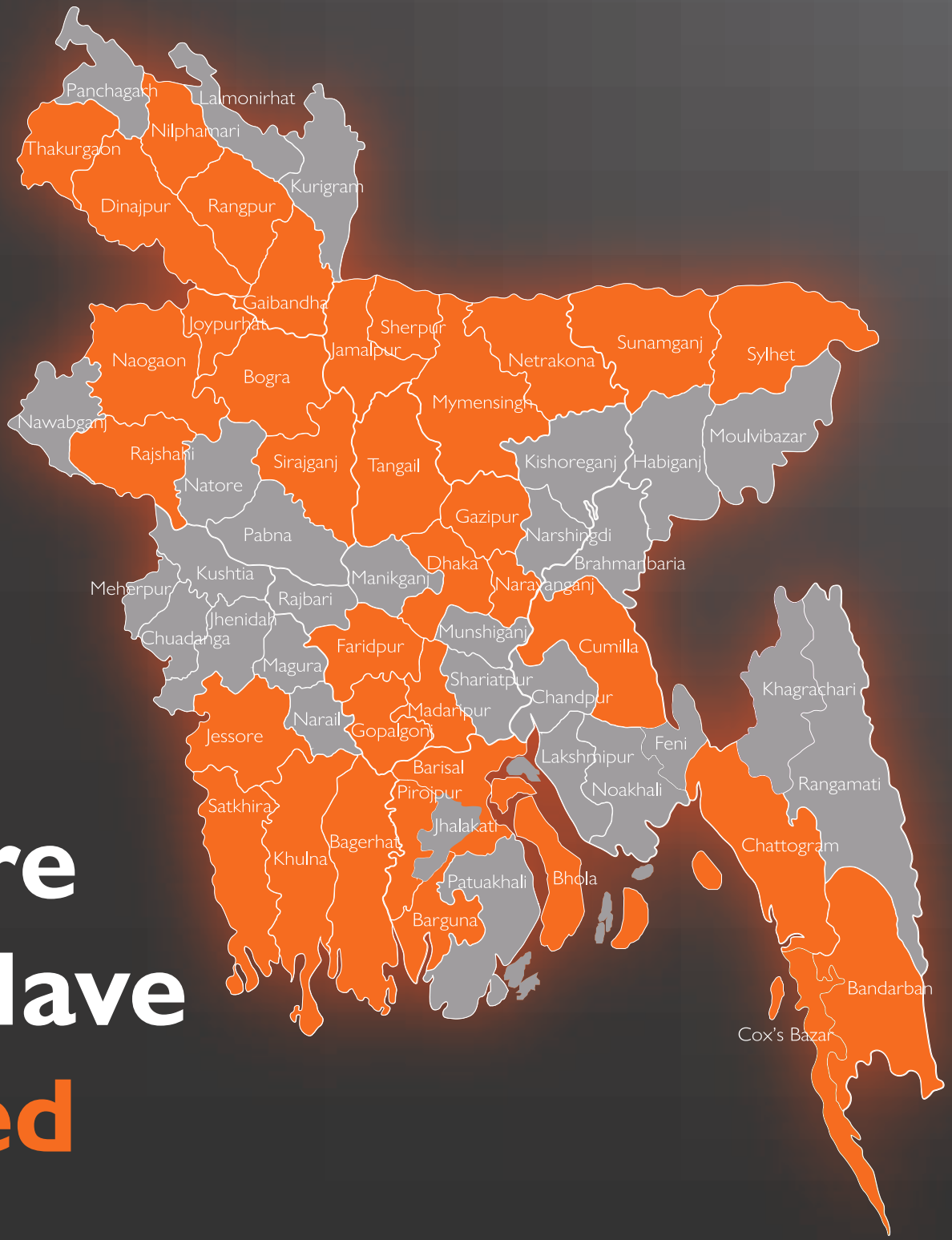

World Vision Bangladesh

National Directors

Bernard Barron
American
1972-73

Todd Lemons
American
1974

B. E. Fernando
Sri Lankan
1974-76

Ellis J. Shenk
American
1977-1981

Milton Coke
American
1981-1984

Glen D. Graber
Acting ND
American
1984

Paul W. Jones
American
1985-1987

John Key
Australian
1987 – 1989

Harvey Ryan
American
1989 – 1990

James Hilton
Bangladeshi
1991 – 1996

Jerome D'Costa
Acting ED
Bangladeshi
1997

World Vision Bangladesh

National Directors

Fram Jehangir
British
1997-1999

Samuel John Christian- OIC
Canadian
1999-2000

Daniel Selvanayagam
Indian
2000-2005

Vincent Edward
Indian
2005-2010

Theophil Hajong
Acting ED
Bangladeshi
2010

Jan Gerhardous De Waal
South African
2011-2015

Wilfred Sikukula
Acting ND
Zimbabwe
2015

David Montague
Interim ND
USA
2015

John Fredrick Witteveen
Canadian
2015-2020

Chandan Z Gomes
Interim ND
Bangladeshi
2020

Suresh Bartlett
SriLankan/ Australian
2020 - present

world vision

APRIL 1974

Bangladesh:
"My name is grief"

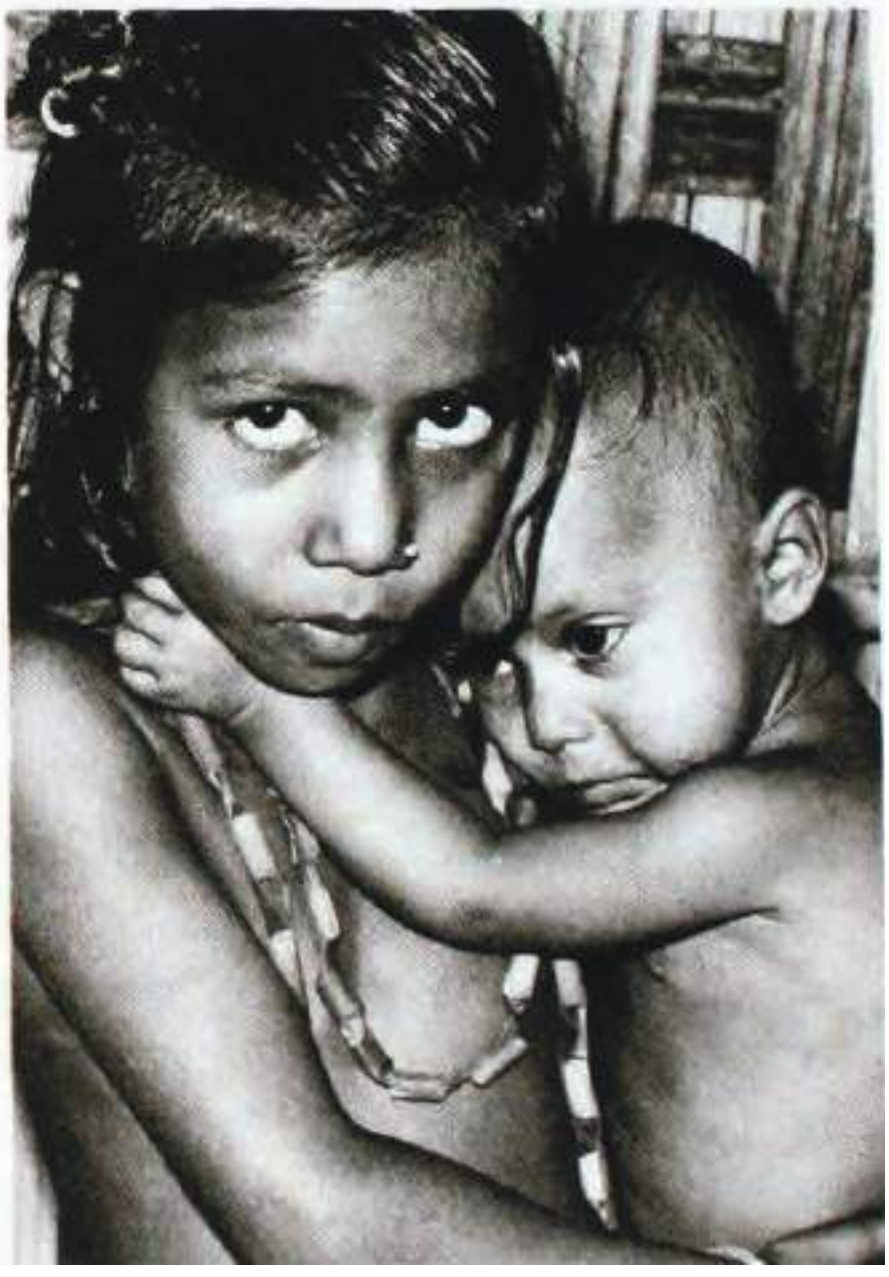

স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রার সহযাত্রী
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ

(ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি)

ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান মানবিক উন্নয়ন সংস্থা যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে একটি বৈষম্যমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। ১৯৫০ সালে ড.বব পিয়ার্সের হাত ধরে যে প্রতিষ্ঠানটি একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল, আজ তা বিশ্বের শতাধিক দেশে কোটি কোটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুর ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে; দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে জরুরী ত্রাণসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল, তখন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল ওয়ার্ল্ড ভিশন। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার শরণার্থীর মাঝে জরুরী ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছিল সংস্থাটি। মুক্তিযুদ্ধের অব্যাবহিত পরে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সরকারের ডাকে সাড়া দিয়ে সংস্থাটি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট জেলায় ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জলাধার সংস্কার করে। এছাড়াও স্কুল-কলেজের সংস্কার ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হবার পর ১৯৭২ সালে যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে পুর্নগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে নেত্রকোণা জেলার বিরিশিরিতে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ার্ল্ড ভিশন তার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয় ন্যাশনাল অফিস। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ৩০টি জেলায় শিশুসহ লক্ষাধিক মানুষের কাছে তার সেবা পৌঁছে দিয়েছে।

সত্তরের দশকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম ছিল অনেকটাই ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেন্দ্রিক। ১৯৭৩ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ স্পন্সরশীপ কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়। 'চাইল্ড কেয়ার' প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৪ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ৪-১৪ বছর বয়সী গড়ে প্রায় ৮,০০০ শিশু প্রতিবছর ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সহায়তা লাভ করে। বাস্তুহারা মানুষের আশ্রয়ণের জন্য ১৯৭৫ সালে চাঁনপাড়া প্রকল্প হাতে নেয়া হয় যা পরবর্তী দশ বছর অব্যাহত থাকে। ৫০০০ পরিবারের প্রায় ৪০,০০০ হাজার মানুষ এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়। এছাড়াও জামালপুর, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলায় বন্যাদুর্গত মানুষের মধ্যে খাদ্যসাহায্য প্রদান করা হয়। কক্সবাজারের ১৩ টি মুসলিম শরণার্থী শিবিরের দুর্গত মানুষ, ওয়ার্ল্ড ভিশনের কাছ থেকে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহনির্মাণ ও চিকিৎসা সহায়তা লাভ করে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় ঢাকা জেলার 'শ্রীনগর থানা উন্নয়ন প্রকল্প'র আওতায় ২৫০,০০০ মানুষ পল্লী শিশু ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি ও জীবিকা সহায়তা লাভ করে।

আশির দশকে সুদীর্ঘ সময় সিলেট, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, সাতক্ষীরা, যশোর, গোপালগঞ্জ, হাতিয়ায় পরিচালিত হয় ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। ১৯৮৩ সালে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা প্রদান করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। ১৯৮৫ সালে সাইক্লোনে বিপর্যস্ত উড়ির চর, হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে মানবিক সহায়তার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন

বাংলাদেশ, সরকারের কাছে ব্যাপক সুনামও অর্জন করে। দুর্গত মানুষের সেবায় নিবেদিত ওয়ার্ল্ড ভিশন বাড়িঘর, স্কুল, রাস্তা, বাঁধ, ব্রিজ, কালভার্ট পুনঃনির্মাণে সহায়তা করে। দুর্গত মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দেয় খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, মাছ ধরার জাল, নৌকা, কিংবা ফসলের বীজ। একই বছর যাত্রা শুরু করে 'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আউটরীচ প্রকল্প' যা আজও অব্যাহত আছে। আজ পর্যন্ত ২২,৫২৬ মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় জরুরী চিকিৎসা সেবা পেয়েছে। শুরু তাই নয়, চিকিৎসার পাশাপাশি সেবাগ্রহণকারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিতে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। তবে আশির দশকের পরবর্তী সময়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি মনোযোগী হয় শিশু এবং তার পরিবারের স্থায়ী উন্নয়নে।

নব্বইয়ের দশকে ওয়ার্ল্ড ভিশন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে কিছুটা গুটিয়ে নেয় এবং দরিদ্র, বঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুর সুরক্ষা ও স্থায়ী উন্নয়নে হাতে নেয় ১৫ থেকে ২০ বছরব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী প্রকল্প। ওয়ার্ল্ড ভিশন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বে বিশ্বাসী। সংস্থাটি আস্থা রাখে সমন্বিত প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমে । তাই উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে সমমনা সংগঠনের সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করতে অ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিংয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিক্ষা কার্যক্রম অদ্যাবধি অগণিত শিশুকে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করেছে। শিশুর শিক্ষার পাশাপাশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর।

১৯৯০ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন ভাসমান মেয়ে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে জন্য হাতে নেয় একটি প্রকল্প। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত পরিচালিত ওয়ার্ল্ড ভিশনের 'চাইল্ড সারভাইভাল' প্রকল্পটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়। ১৯৯১ সালে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের পর আবারও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায় ওয়ার্ল্ড ভিশন, নির্মাণ করা হয় ১১ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র। ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের সহায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। এইচআইভি এইডস নিয়ন্ত্রণ, আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি নিশ্চিতকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরা সহ বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে সংস্থাটি। মাতৃদুগ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখায় ২০০৯ সালে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হয় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। তৃণমূল পর্যায়ে শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ওয়ার্ল্ড ভিশন; যা অনেক দেশের জন্যই অনুকরণীয় একটি মডেল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয় ক্ষতি প্রশমনে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে সংস্থাটি। ২০০৭ সালে সাইক্লোন সিডরের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে হাতে নেয় বিশালাকায় একটি প্রকল্প, যার মাধ্যমে উপকৃত হয় ৫ টি উপজেলার ৮৫,৬৭০ টি পরিবার।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক এনজিও হিসেবে বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ভিশন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবছর প্রায় ১০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যার মধ্যে গুরুত্বপূণ খাত সমুহ হলো: ১. শিশু সুরক্ষা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ২. শিশুর শিক্ষা ৩. শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ৪. জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা ৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ৬. জেন্ডার বৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন । শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রারম্ভিক শিশু শিক্ষা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করছে। শিশুদের বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে তৈরি করার প্রত্যয়ে তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা, সহিংসতামুক্ত নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ, অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের সরকার ও জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ বর্তমানে মোট ৯টি ক্যাম্পে কাযক্রম পরিচালনা করছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তার লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ওয়ার্ল্ড ভিশন অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সবসময় নতুন কিছু সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। দক্ষ নেতৃত্ব ও কৌশলগত দিক নির্দেশনা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও তাদের আচরণগত পরিবর্তন, অংশীদারিত্ব, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডভিশনের প্রতিটি কর্মী বাংলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অর্জনের এক গর্বিত অংশীদার হয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন বর্তমানে বাংলাদেশের ৩০টি জেলায় প্রায় ১২ শতাধিক স্টাফ এবং প্রায় ৫ হাজার সেচ্ছাসেবী নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর অভূতপূর্ব এই মুহূর্ত দেশের জন্য আর মানবতার জন্য কল্যান বয়ে আনুক। বাংলাদেশের উন্নয়নের এই জয়যাত্রায় সবসময়ই আর্তমানবতার পাশে আছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ।

1970
A people uprooted by cyclon
1971
A "non-place" created by wa

History of World Vision

World Vision is a global Christian relief, development, and advocacy organisation working tirelessly to build a world free of discrimination, regardless of race, religion, or caste. Founded in 1950 by Bob Pierce, the organisation works to improve the lives of millions of disadvantaged children in almost one hundred countries worldwide.

World Vision first came to Bangladesh in 1970 to provide relief in the aftermath of a massive cyclone to the affected communities in the southern region of the country. The following year, when the country rose in the freedom movement to the call of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the great architect of Bangladesh's independence, World Vision again returned to Bangladesh to stand beside the war-affected people. The organisation provided emergency relief to thousands of refugees who sheltered in camps in India during the war. In the post-war government of Mujibur Rahman, World Vision aided the construction and rebuilding of roads, educational institutions, reservoirs and other public infrastructure in the districts of Mymensingh, Tangail, and Sylhet to rehabilitate the Bangladeshis returning from war and from the refugee camps.

World Vision Bangladesh formally began its journey in Birishiri of Bangladesh's Netrokona district in 1972 within the rooms of a Garo-Baptist church. The first national office for the organisation was established in Dhaka in 1974. Besides relief and livelihood support, World Vision Bangladesh was engaged in educational development and reform to provide the children of the country with stability and a safe return to normal life. Through its activities, World Vision Bangladesh reached 30 districts in Bangladesh.

World Vision Bangladesh began its child sponsorship programme in 1973 which has expanded in the decades since. From 1974 to 1982, World Vision provided education and healthcare services to an estimated 8000 children between the ages of four and 14 years through the "Child Care" programme. A project to settle displaced persons began in Chanpara in 1975 and lasted for ten years, during which 40,000 people from 5,000 families were given assistance. At this time, flood victims in the districts of Jamalpur, Netrokona, Mymensingh, and Rajshahi received food relief as well. In the same year, World Vision provided food, clothing, housing, and medical help to displaced Muslims from Myanmar in 13 camps in Cox's Bazar. The Palli Shishu Foundation, with the help of World Vision, provided health, family planning, agriculture, and livelihood aid to 250,000 people within the Dhaka district as part of the "Srinagar Thana Development Project."

In the 1980s, relief and rehabilitation efforts were mostly concentrated in Sylhet, Sunamganj, Sherpur, Mymensingh, Faridpur, Barisal, Satkhira, Jessore, Gopalganj, and Hatia. In 1983, World Vision helped flood victims in the districts of Faridpur, Mymensingh, Jamalpur and Kurigram. Through its humanitarian efforts to help the cyclone-affected communities of Uri Char, Hatia and Nijhum Islands, World Vision gained recognition from the government of Bangladesh in 1985. Renewed with this confidence in the organisation's work, World Vision further dedicated itself to the service of disaster-affected and vulnerable people. World Vision helped rebuild houses, schools, roads, dams, bridges, and culverts that were damaged during Bangladesh's harsh monsoon seasons. The organisation distributed food, clothing, medicine, fishing nets, boats, or crop seeds to rebuild livelihoods

in the aftermath of disasters. In the same year, the "Social Welfare Outreach Project" began which is still going strong today. This project has provided emergency medical care to 22,526 people so far. In addition to treatment, the project provided general and technical education to help participants of disaster management projects reintegrate into society.
World Vision focused its efforts on relief and rehabilitation initiatives, as well as the long-term development of children and their families, in the late 1980s.

In the 1990s, World Vision scaled back its rescue and rehabilitation efforts in favor of 15 to 20-year long-term projects aimed at protecting and empowering impoverished, underprivileged, and neglected children. This is when World Vision began projects to empower Bangladeshis to graduate from poverty through their own potential and create opportunities for their representation in decision-making on policies that will affect them. These two goals were integrated into the organisation's existing programmes. As a result, World Vision Bangladesh began placing a strong emphasis on advocacy and networking in order to collaborate with like-minded organisations on a variety of development related topics. Through its advocacy programme, World Vision has been able to enhance its support to more children's education, health and nutrition services. World Vision began a mission to enhance the living conditions of homeless girls in 1990. The "Child Survival" initiative, which ran from 1985 to 1995, is well-known both domestically and internationally.

Following the devastating cyclone of 1991, World Vision stood with the cyclone survivors once more, constructing 11 cyclone shelters.

After the year 2000, World Vision Bangladesh began a partnership with the government to meet the United Nations' Millennium Development Goals. The organisation worked relentlessly to achieve a number of MDG objectives, including HIV/AIDS control, increasing access to arsenic-free drinking water, maternity and child health improvement, and universal primary education. In 2009, World Vision Bangladesh was honoured on a national level for its outstanding contribution to raising awareness about breast-feeding. World Vision has provided a unique example for protecting children's health at the grassroots level, a model for other countries to emulate. Around this time, the organisation also began working on the ground to educate local residents about safety protocols around natural disasters. When Cyclone Sidr hit Bangladesh in 2007, a massive project was launched to rebuild the damage wreaked by the cyclone, benefiting 85,670 people in five upazilas.

World Vision, Bangladesh's largest international NGO, is currently implementing projects worth an estimated BDT 1000 crore per year to achieve the Sustainable Development Goals. In particular, World Vision is focusing on the following key sectors: child protection and a peaceful environment, child education, infant nutrition and health, food security and livelihood, natural disaster risk management, and eliminating all forms of discrimination. To increase enrollment at different levels of education and to improve the overall quality of education, teacher trainings, early childhood education, and even university scholarships for deserving students have been provided through different projects and programmes. A special emphasis has been placed on developing democratic practices, a safe family and social environment free of violence, and awareness of rights and responsibilities. World Vision Bangladesh, in partnership with the UN, and the Bangladeshi authorities of the Rohingya refugee camp, is currently providing services in nine camps. World Vision is determined to fulfill its aims in Bangladesh, regardless of the global COVID-19 pandemic.

World Vision is continually looking for new ways to utilise its knowledge and experience to create something new. Every World Vision employee has been working as a dedicated soldier for the sustainable development of Bangladesh through effective leadership and strategic direction, empowerment of local people and behavioral change, partnership, and an integrated development action plan and its proper implementation.

World Vision is helping Bangladesh towards progress with over 1200 personnel and around 5000 volunteers in 30 districts, as a proud partner of Bangladesh's historic achievements in the 50 years since independence. We hope that the Golden Jubilee of both Bangladesh's independence and World Vision Bangladesh will bring prosperity to the country and to humanity. In Bangladesh's triumphs and challenges, World Vision Bangladesh will continue to stand by the country.

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সহায়তার অর্ধশত বছর

১৯৭০ সালের সাইক্লোনে ভোলায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে ভারতের শরণার্থী শিবিরে প্রদান করে চিকিৎসা ও জরুরি খাদ্য সহায়তা। পরবর্তী সময়ে দেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সাল থেকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ওয়ার্ল্ড ভিশন ৪৭.১১ মিলিয়ন ডলারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বিশেষ করে ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০৪, ২০০৭, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০ সালে প্রতিটি সাইক্লোন ও বন্যায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি কাজ করেছে। এ ছাড়াও সংস্থাটি মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সেবায় ২০১৭ সাল থেকে নিয়মিত কাজ করছে। এ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ভিশন ৫৫৬টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে, ২,৬৩৯টি ঘর মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করেছে, ৪৮টি বাজার স্থাপন করেছে এবং তৈরি করেছে ৪৮২ কিলোমিটার রাস্তা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়তার পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ গত পাঁচ দশকে হাজার হাজার ঘরবাড়ি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, এবং নিরাপদ পানির উৎসের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন এমন একটি মানবিক সংস্থা যা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও সহায়তা, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে দুর্যোগ থেকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিরলসভাবে কাজ করতে বদ্ধ পরিকর।

Providing relief and rebuilding lives since 1970

World Vision started its journey in Bangladesh by responding to the devastating cyclone in Bhola in 1970. During the Liberation war in 1971, refugees in camps in India were supported through relief operations and rehabilitation programmes which continued till they returned to Bangladesh after the war in 1972. Since 1973, approximately USD 47.11 million has been spent on relief and rehabilitation programmes. These include floods (1988, 1995, 1998, 2000, 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, and 2020), tornadoes (1989), cyclones (1991, Sidr in 2007, Aila in 2009, Amphan in 2020). World Vision also operates the massive Bangladesh Rohingya Crisis Response (since 2017) programme in Cox's Bazar, Bangladesh. Thus far, World Vision has constructed 556 cyclones and flood shelters, repaired and rebuilt 2,639 houses, established 48 marketplaces, and built 482 kilometers of urban roads. Besides disaster management assistance, World Vision has aided the construction of thousands of rural roads, safe drinking water channels, sanitary latrines and shelters in its five decades in Bangladesh.

As a humanitarian organization, World Vision commits to supporting vulnerable communities affected by disasters via risk reduction, response, recovery, rehabilitation, climate change mitigation and adaptation.

স্বপ্নের আঁতুড়ঘর:
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের
প্রথম অফিস ভবন

এই ভবনটি ইট, কাঠ আর টিনের তৈরি নিছক একটি স্থাপনা নয়; বরং এটি লক্ষ মানুষের স্বপ্নপূরণের সোপান। যেখান থেকেই শুরু ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের স্বপ্ন 'প্রতিটি শিশুর জন্য আমাদের স্বপ্ন, জীবন তার ভরে উঠুক পরিপূর্ণতায়, প্রতিটি হৃদয়ের জন্য আমাদের প্রার্থনা অর্জিত হয় যেন তার ইচ্ছার দৃঢ়তায়'। ১৯৭২ সালে টড লেমনস নেত্রকোনার বিরিশিরিতে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গারো ব্যাপ্টিস্ট কনভেনশনের একটি ভবনের কিছু অংশ নিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। আর সেখান থেকেই সময়ের পরিক্রমায় ওয়ার্ল্ড ভিশন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে।

The dreamcatcher:
World Vision Bangladesh's
first office building

This building may have been built with brick, wood and tin, but it is standing because of the dreams of the millions of Bangladeshis it has fulfilled. This is where World Vision Bangladesh's vision for "…every child, a life in all its fullness. Our prayer for every heart, the will to make it so" began. In 1972, Todd Lemons formally launched World Vision's relief and rehabilitation operations in a corner of the Garo Baptist Convention building in Birishiri, Netrokona. And from there, World Vision spread its activities all over the country.

দিপক সাংমা
ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রথম বাংলাদেশী কর্মকর্তা

মুক্তিযোদ্ধা দিপক সাংমা ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শেষে নিজ গ্রাম বিরিশিরিতে ফিরে আসেন। তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। বিরিশিরিতে ওয়ার্ল্ড ভিশনের আর্থিক সহায়তায় ১৯৭২ সালে রেভারেন্ট স্কিনার নামের এক মিশনারির সঙ্গে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগদান করেন তিনি। এর কয়েক মাস পরে টড লেমনস নামের একজন মার্কিন নাগরিক ওয়ার্ল্ড ভিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে আসেন। দিপক সাংমা তার সহকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। দিপক সংমাই প্রথম বাংলাদেশি কর্মকর্তা, যিনি ৩৮ বছর একই সংস্থায় কাজ করে ২০১০ সালে করপোরেট বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'আমি আজ গর্বিত। এই সংস্থার সহায়তায় অনেকেই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্থা ছোট্ট একটি ইউনিয়ন থেকে আজ পুরো দেশে তার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সম্প্রসারিত করেছে।'

Deepak Sangma, The first employee of World Vision Bangladesh

In 1971, freedom fighter Deepak Sangma returned to his village Birishiri after the Liberation war. He wanted to work for the development of the newly independent country. Once home, he volunteered for a relief and rehabilitation programme funded by World Vision with a missionary named Reverend Skinner in 1972. A few months later, Todd Lemons came to Bangladesh as the official representative of World Vision and Deepak was appointed his assistant. Deepak is the first Bangladeshi to work for World Vision Bangladesh. He retired from the post of Head of Corporate in 2010, after 38 years in the organisation.

"I am proud to have witnessed this organisation support many generations to thrive and establish fulfilling careers. From a small team, World Vision has grown and is now contributing to the development of Bangladesh."

প্রথম

স্পন্সর শিশু

জন ক্রসওয়েল খকসি : ০০১

আমার কাছে ০০১ শুধু একটি সংখ্যাই নয়; বরং এটি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের প্রথম স্পন্সর শিশু হিসেবে আমার পরিচিতি। ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষে পরিবারের সঙ্গে ফিরে আসি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের বিরিশিরিতে। ১৯৭৩ সালে আমাকে স্পন্সর শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। পাশাপাশি আমাদের পরিবারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপদ আশ্রয় ও জীবিকায়নেরও দায়িত্ব নেয় সংস্থাটি। ওয়ার্ল্ড ভিশন আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে। তাছাড়া এই সংস্থায় ২৫ বছর চাকরি করে সন্তানদের করেছি সমাজে প্রতিষ্ঠিত। বড় মেয়ে স্নাতকোত্তর শেষ করে সংগীতশিল্পী এবং ছোট মেয়ে এমবিবিএস শেষ করে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। আমার জীবন এখন সত্যিই পরিপূর্ণ।

The First Sponsored Child

John Crosswell Khockshi: 001

001 is a special number, it is how John Crosswell Khockshi is recognised as the first World Vision sponsored child. In 1972, after the Liberation War, John returned to a war-ravaged Bangladesh with his family. In 1973, when John was in third grade, he was enrolled in World Vision's newly inaugurated sponsorship programme. He says, "Besides taking full responsibility for my education, World Vision supported my family to ensure our good health, safe housing and livelihood development. I received a scholarship until I completed my graduation from Dhaka University. I have retired from World Vision Bangladesh after working for 25 years. My children are grown and have established careers now."

John's elder daughter is a musician and his younger is a doctor at Bangabandhu Sheikh Mujibur Medical University and Hospital. John believes his greatest achievement was securing these bright futures for his girls.

নতুন বিদ্যালয় স্থাপন ও সংস্কার: প্রজন্ম গঠনে শিক্ষার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশনের বিনিয়োগ

যুদ্ধের নির্মমতায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল বিদ্যালয়গুলো। শিক্ষার পরিবেশ পুনরায় ফিরিয়ে আনতে, মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এবং উন্নত জাতি গঠনের প্রত্যয় নিয়ে স্থাপন ও সংস্কার করা হয় অসংখ্য বিদ্যালয় ভবন। প্রদান করা হয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। সারিয়াকান্দির নিজাম উদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী আনিছুর রহমান– বর্তমানে বিরল উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত– তিনি বলেন, 'বন্যাকবলিত এই এলাকায় ওয়ার্ল্ড ভিশন স্থায়ী বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করার ফলে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনার সুযোগ পাই। এখানকার অনেক শিক্ষার্থী এখন দেশে ও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত।' ১৯৭২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ৮৬৩ টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও সংস্কার করেছে।

Building and renovating schools:
Investing in education for future generations

The brutality of the Liberation war in Bangladesh reduced many school buildings to rubble. To restore the learning environment, ensure quality education and build a better nation, World Vision constructed and renovated numerous school buildings. Educational materials and teachers' training was also provided.

Anisur Rahman is a social worker in Biral Upazila who attended one of these renovated schools, Nizam Uddin High School in Sariakandi. He said, “World Vision gave us a chance to return to normalcy after the war. Many of my classmates and other students now have well established careers at home and abroad.”

Between 1971 and 2021, World Vision established 863 schools in Bangladesh.

The story of giving sight to the visually impaired Shahidul

Shahidul lost his eyesight from illnesses he suffered since birth. After the Liberation war, he was unable to access essential healthcare services. This changed in 1973 when he was enrolled into World Vision's 'Blind Home' programme in Mirpur in Bangladesh's capital, Dhaka.

"I started my life afresh with energy, courage and confidence! No hurdle could stop me from completing my Master's degree from the University of Dhaka. World Vision made me realise just a little push and encouragement could change life's direction."

Shahidul now has his own initiative for children with visual impairment named Blind Education and Rehabilitation Development Organization (BERDO) in seven districts across Bangladesh.

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শহিদুলের দৃষ্টিলাভের গল্প

"জন্মের পর থেকেই রোগব্যাধি পিছু ছাড়েনি আমার। সেই ছোটবেলায় হারালাম দৃষ্টিশক্তি!" সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ যখন বিজয়ের আনন্দে উদ্বেল, ঠিক তখনই শহিদুলের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার এক অধ্যায়।

"১৯৭৩ সালে আমাকে ভর্তি করা হলো ঢাকার মিরপুরে ওয়ার্ল্ড ভিশনের ব্লাইন্ড হোমে। আমি যেন আবার আশার আলো দেখতে শুরু করলাম। ধীরে ধীরে আমি ফিরে পেলাম শক্তি, মনোবল আর আত্মবিশ্বাস। খুঁজে পেলাম জীবনের নতুন অর্থ।"

বিএড শেষে শহিদুল দর্শনে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ওয়ার্ল্ড ভিশন তাকে শিখিয়েছে একটু সমর্থন আর অনুপ্রেরণাই পারে জীবনকে বদলে দিতে। সেই অনুপ্রেরণা বুকে ধারণ করেই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন'র যাত্রা, যা এখন কাজ করছে সাতটি জেলায়।

১৯৭৪ সালে ঢাকা শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল ওয়ার্ল্ড ভিশন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শিশুদের বিপন্ন জীবনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন ড. বব পিয়ার্স। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার ব্রত নিয়ে ১৯৫০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ার্ল্ড ভিশন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪ সালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ঢাকা শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও গঠনে আর্থিক সহায়তা করে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। কালের পরিক্রমায় শিশু হাসপাতাল এখন সমগ্র বাংলাদেশের শিশুদের চিকিৎসার এক নিরাপদ আশ্রয়। একইভাবে ওয়ার্ল্ড ভিশন খুলনাতেও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে।

Dhaka Shishu Hospital (1974):

Supporting the foundation of children's healthcare in Bangladesh

Bob Pierce witnessed the sad plight of children's lives after the Korean War. He founded World Vision in 1950 with the hope that the organisation would ensure the health, education, nutrition, and safety of vulnerable children. As part of this vision, World Vision provided financial assistance for the establishment and construction of Dhaka Shishu (Children) Hospital, one of the largest hospitals for children in Bangladesh, in 1974 to bring fullness to the lives of children in the newly independent country. Over time, this hospital became a safe haven for children seeking treatment from all over Bangladesh. Similarly, World Vision also helped establish a second Children's Hospital in Bangladesh's Khulna district.

1980s
৮০ এর দশক

The catastrophic flood of 1988

১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা

আলোকিত জীবনের পথে

সমাজের চোখে সবচেয়ে অবহেলিত ও নিগৃহীত যৌনকর্মীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও তাদের সন্তানদের নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য কাজ করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। ১৯৮২ সালে বানিসান্তানিয়ায় বসবাসকারী যৌনকর্মীদের সন্তানদের স্পন্সরশিপ প্রকল্পের আওতায় আনে। তাদের পড়াশোনার জন্য যৌনপল্লির অদূরে স্থাপন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়। আজ তাদের অনেকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। এই কাজের ধারাবাহিকতায় ওয়ার্ল্ড ভিশন পরবর্তী সময়ে এইচআইভি/এইডস কর্মসূচির মাধ্যমে ফরিদপুর, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ এলাকায় যৌনকর্মীদের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন ও চিকিৎসাসেবায় ব্যাপক কাজ করে।

On the way to an enlightened life

In 1982, World Vision started a child sponsorship programme in Banishanta Union, Mongla sub-district. This union has one of the largest establishments of sex workers in Bangladesh. The sponsorship programme was made to help improve the well-being of the vulnerable children of sex workers. World Vision established an elementary school near the community. Many sex workers' children were able to access quality education and are now well-established in society. In the Faridpur, Dinajpur, Jashore, Khulna, Dhaka, and Mymensingh districts, World Vision worked intensively to create livelihood opportunities and provide medical care for sex workers through its HIV AIDS programme.

মানচিত্রে নতুন বসতি:

বব পিয়ার্স পাড়া

১৯৮৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সর্বনাশা যমুনায় ভাঙনে আশ্রয়হারা মানুষগুলোর ঠাঁই হয় শহর রক্ষা বাঁধে। সহায়-সম্বলহীন পরিবারগুলোর জীবন ও জীবিকায়ন নির্ভরশীল ছিল ত্রাণ সহযোগিতার ওপর। এই অসহায় মানুষগুলোর ছোট্ট খুপরি ঘরেই কেটে যায় জীবনের তিনটি বছর। স্থায়ী সমাধানের জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশনের পক্ষ থেকে ১১৬টি পরিবারকে দেওয়া হয় ২ দশমিক ৫ শতাংশ জমি, গৃহনির্মাণ সামগ্রী ও জীবিকা সহযোগিতা। এভাবেই গড়ে ওঠে নতুন বসতি। মানচিত্রে জায়গা করে নেয় সারিয়াকান্দির দেবডাঙ্গা গ্রামের বব পিয়ার্স পাড়া। মহসিন ফকির বলেন, 'যদি জমি ও ঘর না পেতাম, এখনো হয়তো পরিবার নিয়ে গাছের নিচেই থাকতাম। আমরা এখন সুখেই আছি।'

আজ ৩২ বছর পরও দেবডাঙ্গায় বব পিয়ার্স পাড়া স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

A new settlement on the map:
Bob Pierce Para (neighbourhood)

After the catastrophic floods of 1988, people made homeless from the floods took refuge in a dam. They were completely reliant on aid from the government and other organisations, having lost out on their livelihoods. Three years went by with the survivors living without permanent homes. World Vision gave each of the 116 affected families 2.5 decimals of land and materials to construct proper homes. A new community grew within the village of Devdanga in the Sariakandi district. The residents named it the Bob Pierce para (neighbourhood) after their benefactor. One community resident, Mohsin Fakir, said, "If it weren't for World Vision, my family would still be living in the shade of a tree. We have a home now and land to call our own."

32 years later, the Bob Pierce neighbourhood is still thriving in Devdanga.

স্পন্সর শিশু সেবাস্তিন রেমা

গারো সম্প্রদায়ের প্রথম উপ-সচিব

বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা কলমাকান্দা উপজেলার গোপালবাড়ি গ্রামে জন্ম সেবাস্তিন রেমার। দুর্গম এই পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সবচেয়ে কাছের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল সাত কিলোমিটার দূরে। বর্ষায় কর্দমাক্ত পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে স্কুলে নিয়মিত যাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। এর সঙ্গে ছিল দারিদ্র্য। তিনি বলেন, 'আমি ১৯৮৪ সালে স্পন্সর শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই। ওয়ার্ল্ড ভিশন আমাদের পরিবারের কঠিন সময়ে পাশে থেকে উৎসাহ প্রদান করেছে। অনেক স্পন্সর শিশু নিয়ে যখন কোনো সভা হতো সেখানে নিয়মিত যেতাম, যা আমার জীবন দক্ষতাকে করেছে সমৃদ্ধ। ওয়ার্ল্ড ভিশনের অনুপ্রেরণাই আমাকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের শিখরে।'

Sponsored child Sebastian Rema: The first deputy secretary of the Garo community

Sebastian was born in Gopal Bari village in Kalmakanda, a remote area near the border of Bangladesh. The nearest school was seven kilometres away from Sebastian's village in the hills and this made it challenging for him to get an education. In the monsoon seasons, it became very dangerous for him to go to school, leading to him missing school often.

"I was enrolled as a sponsored child of World Vision in 1984. World Vision came to our aid and inspired our family during hard times. I used to go to the meetings arranged for the sponsored children regularly and that enriched my life skills. World Vision inspired me to reach the pinnacle of success."

অতুল ম্রং
এর স্বপ্ন পূরণ

অতুল ম্রং সাত ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়। পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে, ভাইবোনদের মধ্যে অতুলই প্রথম যিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। '১৯৮৬ সালে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় আমি ওয়ার্ল্ড ভিশনের স্পন্সর শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই। তখন থেকেই আমার পড়াশোনার খরচ ও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। এ ছাড়া জীবন দক্ষতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আমি হয়ে উঠি আত্মবিশ্বাসী,' জানান অতুল ম্রং। পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ২০০৪ সালে অতুল ম্রং ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ডেপুটি রেসপন্স ডিরেক্টর হিসেবে রোহিঙ্গা রিফিউজি রেসপন্স প্রকল্পে কর্মরত।

Fulfilling the dreams of
Atul Mrong

Atul Mrong is the second youngest among seven siblings. Due to the family's financial difficulties, Atul was the first of his siblings to receive education up to the tertiary level. "When I was in third grade in 1986, I was enrolled in World Vision Bangladesh's Child Sponsorship programme. Since then, World Vision has provided for all my educational expenses. I also received many life-skill based trainings that greatly improved my confidence," says Atul, who benefited greatly from this programme.

After completing his studies, Atul joined World Vision as a programme officer in 2004. At present, he is responsible for the Bangladesh Rohingya Crisis Response Program as a Deputy Director.

মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ চিকিৎসক ভবানান্দ বাড়ৈ

ভবানান্দের এখনো মনে পড়ে শৈশবের ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা। ওয়ার্ল্ড ভিশনের বিস্কুটের জন্য তাকে প্রায়ই শিশুদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ১৯৮৮ সালের প্রবল বন্যায় কোটালীপাড়ায় তাদের পরিবারের সবকিছু ভেসে গিয়ে আশ্রয়হীন হয়ে যান তারা। সে সময় খাদ্য, চিকিৎসা, জীবিকায়নের সামগ্রী ও গৃহনির্মাণের উপকরণ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় ওয়ার্ল্ড ভিশন। তাকে স্পন্সর শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পাল্টে যায় তার জীবনের গল্প। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করে এখন তিনি মিডফোর্ট হাসপাতালে কর্মরত। তিনি নিজেই এখন সুবিধাবঞ্চিত অনেক শিশুকে নিজ খরচে চিকিৎসা প্রদান করছেন।

Bhavananda Barai, a devoted doctor serving humanity

Bhavananda still remembers the days of waiting in line with other children on an empty stomach to receive biscuits from World Vision. The severe floods in 1988 washed away his family's possessions in Kotalipara, leaving them homeless. At that time, World Vision provided them with food, medical supplies, livelihood and shelter support. Since then, his life started to change. After completing a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) from Mymensingh Medical College, he now works at Midfort Hospital, providing treatment to many underprivileged children at his own expense.

শিশুকল্যাণে নিয়োজিত চন্দন জাকারিয়াস গোমেজের ওয়ার্ল্ড ভিশনে তিন দশকের পথ চলা

তিন দশকের বেশি সময় ধরে চন্দন জেড গোমেজ ওয়ার্ল্ড ভিশনের সঙ্গে কাজ করছেন। তিনি বর্তমানে এই সংস্থায় অপারেশনস অ্যান্ড প্রোগ্রাম কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টে সিনিয়র ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত। তিনি ১৯৮৮ সালের ১ ডিসেম্বর প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে ওয়ার্ল্ড ভিশনে যোগ দেন। পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ভিশন তাকে বিভিন্ন পদে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ করে দেয়। এমনকি তিনি ২০১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এমবিএ করার সুযোগ পান। সিনিয়র ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি নেতৃত্ব দেন সাউথ এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের অ্যাডভোকেসি ডিরেক্টর হিসেবে এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন ন্যাশনাল ডিরেক্টর হিসেবে।

"বাকি জীবন আমি বঞ্চিত শিশু ও তাদের পরিবারের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে চাই," বলেন চন্দন জেড গোমেজ।

Three decades of unconditional service: Chandan Zacharias Gomes' life at World Vision

Chandan Zacharias Gomes, has worked with World Vision for more than three decades. Beginning as a programme officer on 1 December 1988, he is now the Senior Director of Operations and Programme Quality. World Vision helped him grow his leadership skills in different positions in his career. He was also supported by the organization when he went to complete his MBA from the US in 2012. He has worked as Advocacy Director for the South Asia-Pacific Region and as Interim National Director for World Vision Bangladesh, before assuming the role of Senior Director of Operations and Programme Quality.

"I dream to continue serving the most vulnerable children and their families for the rest of my life," says Chandan Zacharias Gomes.

গোলাপ বানু, নারীর ক্ষমতায়নে এক জীবন্ত কিংবদন্তি

একটা সময় ছিল, যখন গোলাপবানু ২০ পর্যন্তই গুনতে পারতেন। তবে স্বপ্ন দেখতেন, ১০০ পর্যন্ত গণনা করার। ১৯৮৯ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশনই তাকে ১০০ পর্যন্ত গোনার স্বপ্নপূরণে সহায়তা করে। এ সংস্থাই তাকে বয়স্কশিক্ষা, হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চয় দল গঠনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পরবর্তী সময়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় তিনি ১৯৯৪ সালে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি গঠন করেন, যা তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বর্তমানে তিনি ৮৬ জন কর্মী এবং ৯০ হাজারেরও বেশি সদস্যের সমন্বয়ে ১২টি প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার সংস্থা ২০০১ ও ২০০৩ সালে জাতীয়ভাবে এবং ২০১৫ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন থেকে আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়। একজন সাধারণ দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী গোলাপবানু তার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পুরস্কারস্বরূপ ২০১৪ সালে বেগম রোকেয়া পদকের জন্য মনোনীত হন।

Golap Banu, a living legend of women empowerment

Golap Banu used to struggle to count hundred taka (Bangladeshi Currency). In 1989, her dream of counting from one to hundred became a reality through World Vision. Golap Banu was trained in adult literacy, savings group formation, and bookkeeping.

In 1994, Golap Banu founded the 'Baridhara Mohila Somobay Somity' (a savings cooperative) with support from World Vision. Presently, she is leading 12 economic empowerment projects with 86 staff and more than 90,000 members. Her organisation received national awards in 2001, 2003, and 2015 and an international award from the Asian Clearing Union. From being a underprivileged housewife, Golap Banu is now a successful business owner. She also received the national excellence award, the Begum Rokeya Padak, in 2014.

শিশুফোরাম: নতুন নেতৃত্ব তৈরির স্বপ্নঘর

২০১৭ সালে সাবিনার বয়স যখন ১৬ বছর, তখন তার মা-বাবা তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। সাবিনা তৎক্ষণাৎ তার শিশু ফোরামের বন্ধুদের কাছে বিয়ে বন্ধের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তার বন্ধুরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ সাবিনার মা-বাবাকে বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে বোঝায় এবং পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করেন। অবশেষে সাবিনার মা-বাবা বিয়ে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। পুনরায় পড়াশোনা শুরু করে সাবিনা। ১৯৮৯ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন শিশু ফোরামের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষায় দুই হাজার শিশু ফোরাম একত্রে কাজ করছে। এই শিশু ফোরামের সদস্যরা শুধু দেশেই নন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

Child Forums:
Empowering the next generation of leaders

In Bangladesh, child marriage is a common challenge. In 2017, when Sabina was only 16, her parents planned to marry her off to an older man. Sabina immediately sought help from her child forum friends. Her friends and teachers went with her to local authorities, and they counselled Sabina's parents on the impacts of early marriage and the importance of education. Finally, they agreed to let Sabina continue school. World Vision launched the child forums in 1989, and currently, there are more than 2,000 child forums across the country. Child forum members are not only working locally but also making their voices heard through global advocacy forums on child protection.

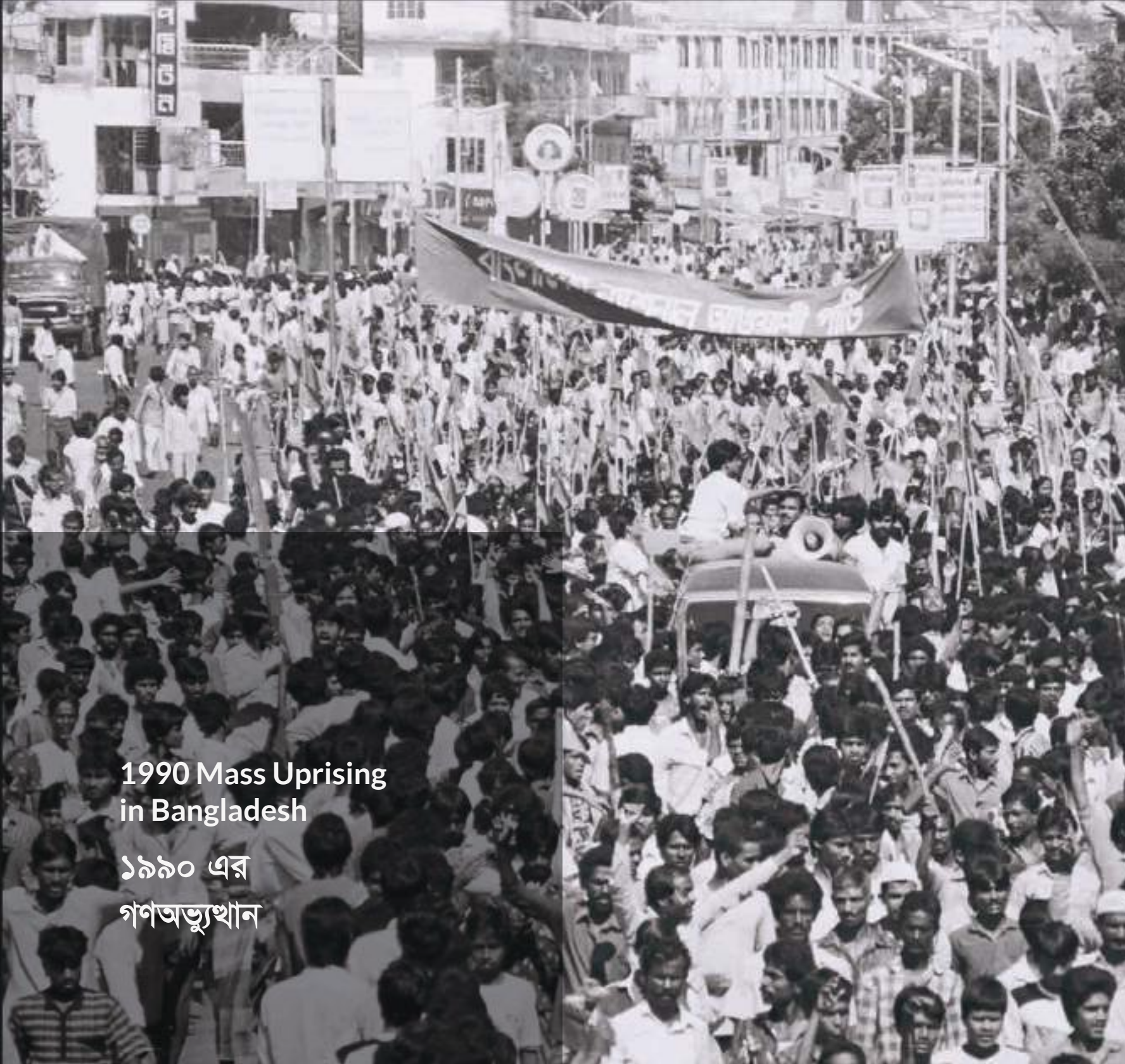

1990 Mass Uprising in Bangladesh

১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থান

1990s
৯০ এর দশক

“আমার একাকী দিনের সঙ্গী: ওয়ার্ল্ড ভিশন”

বুলি হাগিদক

বুলি হাগিদক, সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার এক গল্পের নাম। ১৯৯১ সালে তিনি স্পন্সরশিপ শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯৩ সালে যখন তিনি সপ্তম শ্রেণিতে তখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তার বাবা। অভিভাবকহীন বুলিকে স্কুল, কলেজ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার জন্য বৃত্তি প্রদান করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। ২০০৬ সালে স্নাতকোত্তর শেষে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশনের অগ্রভাগের একজন কর্মী হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন। দক্ষতার সঙ্গে চাকরিজীবনে বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে তিনি এখন এই সংস্থার ‘ডিরেক্টর ইন্ট্রিগ্রেটেড থিমেটিক সল্যুশনস’ হিসেবে কর্মরত।

World Vision was my friend in my loneliest days:

Buli Hagidok

Buli Hagidok is an example of excellence triumphing over all obstacles. She was enrolled in the World Vision sponsorship programme in 1991. In 1993, when Buli was in seventh grade, her father passed away from a heart attack. World Vision provided her with a stipend to complete her education up to her graduation from the Bangladesh Agricultural University. After her graduation, Buli started working as frontline staff for World Vision in 2006. After years of outstanding service, Buli is now in a leadership position as the Director of Integrated Thematic Solutions of World Vision Bangladesh.

সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

সোহেল ম্রং

আর দশটা শিশুর মত স্বাভাবিক ছিল না সোহেল ম্রং এর পথচলা। সভ্যতা থেকে অনেক পিছিয়ে থাকা সীমান্ত ঘেঁষা শ্রীবর্দী উপজেলার বাবেলাকোনা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। ১৯৯১ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন তাকে স্পন্সর শিশু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এরপর তিনি জীবন দক্ষতা, নেতৃত্বের বিকাশ ও শিশু সুরক্ষার উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পান। পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ভিশন তাকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে তিনি বর্তমানে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসে কর্মরত।

Senior Judicial Magistrate

Sohail Mrong

Sohail Mrong was from an underprivileged family from Babelakona village of Sreebordi upazila, near the country's border. Poverty, illiteracy and underdeveloped communication kept their village from developing.

In 1991, World Vision enrolled Sohail in their child sponsorship programme. As part of this programme, he received capacity building training on life skills, leadership and child protection, and scholarships up to his Master's degree. After graduating from the University of Dhaka, he is currently working as a Senior Judicial Magistrate at Bangladesh Judicial Service.

সিবিও: কমিউনিটির উন্নয়নে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা

কমিউনিটি পর্যায়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ওয়ার্ল্ড ভিশন ১৯৯৪ সাল থেকে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন/ সিবিও গঠনে কাজ শুরু করে। সিবিও গঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল কমিউনিটির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন। ওয়ার্ল্ড ভিশন সমগ্র দেশে ২১৭৮টি সিবিও গঠন ও রেজিস্ট্রেশনে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি সিবিওর সদস্যদের হিসাব ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের বিকাশ, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। নারী সদস্যরা সিবিও থেকে ঋণ নিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সিবিওগুলো এখন স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অনেক সিবিও এখন গার্মেন্টশিল্প, আবাসন ব্যবসা, স্কুল, হাসপাতাল ও সামাজিক সেবামূলক কাজ করছে।

The Community-Based Organisation: a sustainable approach to community development

To sustain development at a community level, World Vision formed Community-Based Organisations (CBOs) in Bangladesh in 1994. The CBOs emphasized the empowerment of poor and marginalised people, especially women. World Vision Bangladesh has facilitated the formation of 2,178 registered CBOs across the country. World Vision trained CBO leaders on financial literacy, leadership, disaster management, among other essential skills. The women leaders also began savings activities in their CBOs which enabled them to take loans for financing their livelihoods. The CBO members gained economic solvency for their families and financial empowerment within their communities. The CBOs are now independent entities. With millions in savings, many CBOs are now running small-scale garments factories, schools and hospitals.

খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়ন

খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর পরই কেবল সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলোর পক্ষে সম্ভব জীবন ধারণের বিকল্প উপায় খোঁজা ও নিজের এবং সন্তানদের উন্নত জীবন গঠনের চিন্তা করা।

শুরু থেকেই, ওয়ার্ল্ড ভিশনের লক্ষ্য ছিল সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের কোন সদস্য যেন অভুক্ষ না থাকে। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত, সংস্থাটি বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য ছিল পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি, নিরাপদ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ।

কুলসুমা বলেন, "নিজের আঙ্গিনায় সবজি চাষ করতে আমার খুব প্রিয়।" কুলসুমা ছোটবেলায় তার মায়ের কাছে সবজি চাষ করা শিখেছেন। কুলসুমা ওয়ার্ল্ড ভিশনের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা উন্নয়ন সেশনের একজন অংশগ্রহণকারী। প্রশিক্ষণে তিনি টেকসই কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তোলার উপায় শিখেছেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ শেষে তাকে শস্য বীজ দেয়া হয়, যা চাষ করে কুলসুমা একদিকে অর্থ উপার্জন করেছেন এবং অন্যদিকে সন্তানদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।

Food security and livelihood

When the need for food is met, vulnerable families are able to invest their time in exploring more livelihood options and build better lives for themselves and their children. World Vision aims to ensure families do not go to bed hungry. Since the begining, the organisation has expanded its food security and livelihood efforts through building partnerships. These partnerships have focused on meeting the nutritional needs of families, improving gender equality and increasing access to safe water and sanitation.

“I love growing vegetables in my yard,” says Kulsuma. Kulsuma learned vegetable gardening from her mother. From World Vision’s food security and livelihood sessions Kulsuma learned about sustainable farming including setting up a small business. World Vision also provided her with seeds, with which Kulsuma has grown a vegetable garden. By selling the produce she earns money and also provides her children with nutritious, organic meals from this garden.

কুরশিয়া আকতার মুন্নিঃ
স্পন্সর শিশুদের অনুপ্রেরণা

কুরশিয়ার বেড়ে ওঠা জয়পুরহাটের এক দরিদ্র পরিবারে। ১৯৯৮ সালে মুদি দোকানদার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হলে তাদের পরিবারকে স্পন্সরশিপ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে ওয়ার্ল্ড ভিশন। সেই শুরু তার পথচলা। তার শিক্ষা ও জীবন দক্ষতার উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবারের সামগ্রিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখে সংস্থাটি। সকল বাধা উপেক্ষা করে তিনি ৩৭তম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে প্রশাসন ক্যাডারে কর্মরত। তিনি এখন অনেক স্পন্সর শিশুর জন্য অনুপ্রেরণা।

Khurshia Akhtar Munni:
An inspiration to all sponsored children

Khurshia grew up in an underprivileged family in Jaipurhat. When her father suffered a heart attack in 1998, World Vision included her in its sponsorship programme. The organisation not only contributed to Khurshia's education and life skills, but also the development of their whole family. Overcoming all obstacles, she passed the 37th Bangladesh Civil Service Examination and is currently working in the administration cadre. She is an inspiration to World Vision's sponsored children.

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল

21st Century

একবিংশ শতাব্দী

চিম্বুক পাহাড়ের বাগান রাজা

তোয়ো ম্রো

ছোটবেলায় পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তোয়ো ম্রোকে নামতে হয় জুম চাষে। সনাতন পদ্ধতিতে চাষের ফলে তেমন লাভ হচ্ছিল না তার। ২০০৭ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন তোয়ো ম্রোকে উন্নত পদ্ধতিতে ফল চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এরপর তিনি রেড লেডি পেঁপে, আম্রপালি, ড্রাগন ফলের বাগান করে সাফল্য পান। পাল্টে যায় তার জীবনের গল্প। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বদলে গেছে পাহাড়ের হাজারো কৃষকের চাষাবাদ পদ্ধতি। ২০১৮ সালে তোয়ো ম্রো তীর-প্রথম আলো কৃষি পুরস্কার লাভ করেন। ওয়ার্ল্ড ভিশন দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বান্দরবান এলাকায় তোয়ো ম্রোর মতো লক্ষাধিক পরিবারের জীবন ও জীবিকায়নের উন্নয়নে কাজ করছে।

Toyo Mro, the king of orchards in the Chimbuk Hills

Toyo Mro had to drop out of school when he was very young to learn 'Jhum' (tradional farming in the hilly areas). However, Toyo did not earn a consistent income through this tradional farming.

In 2007, World Vision provided Toyo with training to improve his horticulture methods. Toyo applied the learning to successfully grow papaya, mango, and dragon fruit. Toyo's success inspired other farmers and eventually thousands of farmers began to follow his cultivation methods. Toyo received the Teer-Prothom Alo Krishi Award in 2018 for Best Individual Agricultural Enterprise.

Since 1990, World Vision continues to support lives and livelihood development in Bandarban.

সাইক্লোন সিডর রিকোভারি প্রোগ্রাম

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশে আঘাত হানে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন সিডর, যা কেড়ে নেয় তিন হাজার ৩৬৩ জন মানুষের প্রাণ; নিখোঁজ হন ৮৭১ জনের অধিক মানুষ। ওয়ার্ল্ড ভিশন তৎক্ষণাৎ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। প্রদান করে জরুরি খাদ্য সহায়তা, শিশু সুরক্ষার জন্য শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন এবং নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গৃহনির্মাণ করে ওয়ার্ল্ড ভিশন।

"আমরা আশপাশের শাক-লতাপাতা কুড়িয়ে, কাঁচকলা সেদ্ধ করে খেয়ে কোনোরকমে বেঁচে ছিলাম", বলেছিলেন সাইক্লোন সিডরে সর্বস্ব হারানো ১০ বছর বয়সী মাহমুদার দাদী সাপিয়া।

ওয়ার্ল্ড ভিশন সেই দুর্যোগে 'রেসপন্স অ্যান্ড রিকোভারি' কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক সাড়া প্রদান করে। এই রেসপন্সের প্রথম নব্বই দিনে ফুড ও নন-ফুড আইটেম বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা থেকে উপকৃত হয় প্রায় ২ লাখ ৩৬ হাজার ৬১৫ জন মানুষ। ১২ হাজার ৯২৫ পরিবারের মধ্যে গৃহনির্মাণ উপকরণ প্রদান করা হয়। ৪৭ হাজার ৫০০ মানুষকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়, স্থাপন করা হয় শিশু নিরাপত্তা কেন্দ্র; যার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৩৯৩ জন শিশুকে সেবাদান করা হয়।

Cyclone Sidr Recovery Programme

The massive cyclone Sidr devastated the southern districts of Bangladesh on 15 November 2007, leaving 3,363 dead and over 871 missing. World Vision provided emergency relief, established child-friendly care centres, and aided the reconstruction of damaged houses in the aftermath of the cyclone.

"We survived on boiled saak (local leafy vegetables) and green bananas," said Shapia, grandmother of 10-year-old Mahmuda, whose family lost everything in the cyclone.

The Cyclone Sidr Recovery Programme of World Vision worked for two years to rehabilitate the livelihoods of the affected people, rebuild roads, and construct schools that also served as cyclone shelters. In the first ninety days after the cyclone, 236,615 people received food and other donations, 12,925 families received shelter support, 47,500 people received general food support and child-friendly spaces were established that helped 393 children daily.

স্পন্সর শিশু:

প্রকৌশলী নিজামের গল্প

সময়টা ২০০৭ সাল। আমার রংমিস্ত্রি বাবার পক্ষে পরিবারের সাতজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া দুঃসহ হয়ে পড়ে। তখনই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো ওয়ার্ল্ড ভিশন। শিক্ষার জন্য যাবতীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় সংস্থাটি। একসময় আমি যুক্ত হই শিশু ফোরামে এবং পরবর্তী সময়ে ইয়ুথ ফোরামে। ক্রমেই শিশুর অধিকার, জীবন দক্ষতা, নেতৃত্ব গঠন, নানাবিধ জীবনমুখী শিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধ করি। বাংলাদেশের শিশুদের প্রতিনিধি হয়ে দেশের বাইরেও যাওয়ার সুযোগ হয় কয়েকবার। ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করি। বর্তমানে আমি ইসলামিক রিলিফ বাংলাদেশ নামে একটি সংস্থায় টেকনিক্যাল প্রজেক্ট অফিসারের দায়িত্ব পালন করছি।

A leader through and through:

The story of Engineer Nizam

“I come from a family of seven and it was difficult for my father, who was a house painter, to provide for the family. World Vision came to our aid in 2007 and provided me with the resources to complete my education. I was also a member of World Vision’s child and youth forums, learning many leadership and confidence-building skills. Of all my experiences, I am most grateful for the opportunity to visit a lot of countries as a youth leader. I completed a degree in engineering with World Vision’s support and I am currently working as a technical project officer for Islamic Relief Bangladesh.”

জীবনযুদ্ধে জয়ী সোনিয়া

খুলনার এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান সোনিয়া (৩১)। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল, নিজে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও দেশের সেবা করা। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় দারিদ্রতা। ২০০৮ সালে সোনিয়া যখন বিএল কলেজে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন, দরিদ্র পিতার পক্ষে তার পড়ালেখার খরচ যোগানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক সে সময় ওয়ার্ল্ড ভিশনের ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কলারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তার পাশে দাঁড়ায়। তার শিক্ষাজীবনের শেষ পর্যন্ত এই সহায়তা সংস্থাটি চলমান রাখে। বর্তমানে তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। তিনি এখন পরিবারের সকল দায়িত্ব একাই পালন করছেন।

University Girls Scholarship programme: the pathway to achieving dreams

Sonia was a girl from an underprivileged family in Khulna with big dreams. Her family's limited means hindered her from fulfilling these dreams of becoming financially independent and caring for her parents. In 2008, despite gaining entry into the English department at BL College, it was almost impossible for her father to pay for her education. But Sonia did not give up and applied for the World Vision University Girls Scholarship programme. World Vision supported her throughout her degree through this scholarship. Sonia is currently a high school English teacher and supporting her family on her own.

সুস্থ শিশুই আগামীর ভবিষ্যৎ

কবিতার এক বছরের কন্যাসন্তান মিমের ওজন ছিল মাত্র ৬.৫ কেজি। ২০০৯ সালে কবিতা ওয়ার্ল্ড ভিশনের পিডি হার্থ প্রোগ্রামের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি পিডি হার্থ প্রোগ্রামের মাধ্যমে হাতেকলমে শিশুর যত্ন, পুষ্টিকর খাবার তৈরি, সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মকানুন ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি বাড়িতে সেই বিষয়গুলো নিয়মিত পালন করতে শুরু করেন। মিমের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কবিতা লক্ষ করেন, মিমকে আর আগের মতো রুগ্ন লাগে না। দারুণ উচ্ছল ও প্রাণবন্ত মিম রাতেও পর্যাপ্ত ঘুমাচ্ছে। মিমের মতো ছয় মাস থেকে ৩৬ মাস বয়সী অসংখ্য শিশুকে ওয়ার্ল্ড ভিশন পিডি হার্থ অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

Positive Deviance/Hearth for healthier future generations

Kabita's child Meem was extremely underweight when she was one year old. To help Meem gain weight, in 2009, Kabita participated in the Positive Deviance/Hearth (PD/Hearth) programme facilitated by World Vision. The programme provided hands-on training on proper nutrition for infants for healthy growth, hygiene practices and healthcare to prevent illness. This was miraculous for the lives of children like Meem. Kabita's joy knew no bounds when she watched Meem become more energetic and playful, not get sick as often and sleep soundly at night. World Vision is implementing the PD/Hearth approach to improve the health and nutrition of millions of children aged 6-36 months.

পানিই জীবন

উত্তর বিনাই গ্রামের জয়নাল আবেদিন বলেন, ‘পানিই জীবন। আমি যখন কোথাও বেড়াতে যাই, বোতলে করে আর্সেনিকমুক্ত পানি নিয়ে যাই। আমি জানি, আর্সেনিকের ভয়াবহতা কী! প্রায় চার বছর আমি আর্সেনিক আক্রান্ত ছিলাম। আমার হাত-পায়ের তালুতে গোল গোল দাগ হয়ে একসময় পা দিয়ে রক্ত ঝরত।’

২০০৯ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন লাকসামে ৫১টি কমিউনিটিভিত্তিক আর্সেনিক মিটিগেশন ইউনিট স্থাপন করে। এর ফলে জয়নালের মতো প্রায় ৩,৫০০-এর অধিক আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষ এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখন লাখ লাখ মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

Water is life

In Uttar Binai village in Laksam district, families and children had trouble accessing safe drinking water free from arsenic.

In 2009, World Vision established 51 community-based arsenic mitigation units in Laksham to protect over 3,500 arsenic-infected persons.

"For almost four years, I was exposed to arsenic. My hands and the bottoms of my feet used to bleed from arsenic poisoning. Now, when I go on a walk, I carry a bottle of arsenic-free water with me. I'm well aware of the dangers of arsenic!" says Joynal Abedin, one of the thousands of participants of World Vision's safe drinking water intervention.

এসডিজি

1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

THE GLOBAL GOALS

For Sustainable Development

From 2010- present

মঞ্জিলার দিনবদলের গল্প

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর ছোট্ট গ্রাম সৈয়দপুরে বেড়ে ওঠা মঞ্জিলাদের ছিল না কোনো চাষযোগ্য জমি। প্রায় অনাহারেই দিন কাটত তাদের। দিনশেষে স্বামী ও দুই ছেলেকে খেতে দেওয়ার পর তার কপালে জুটত না কিছুই। বাধ্য হয়ে ভাতের মাড় খেয়েই দিন পার করতে হতো মঞ্জিলাকে। ২০১০ সালে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশনের আলট্রা-পুওর গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে তিনি যে সহায়তা পান, তা বদলে দেয় তার জীবন। এখন তিনি ১৩৭ শতাংশ জমি, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি এবং শাকসবজির বাগানের মালিক। পাশাপাশি তিনি তার স্বামীর জন্য কিনেছেন একটি রিকশাভ্যান; নির্মাণ করেছেন ইটের বাড়ি। তার বড় সন্তান স্নাতক শেষ করেছেন স্থানীয় কলেজ থেকে এবং ছোট ছেলে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা করছেন।

Monjila graduates to resilience

Growing up in the small village of Sayedpur in Phulbari district of Dinajpur, Monjila had no cultivable land and suffered from extreme poverty. There was not enough food for Monjila's family and at times Monjila had to survive eating rice starch only.
In 2010, she was enrolled in World Vision's ultra-poor graduation programme. She received training and inputs to build her family's economic resilience. Now, she has 137 decimals of cultivable land, cows, goats, chicken, ducks, a vegetable garden, a cycle van for her husband and a semi-concrete house. Her elder son just graduated from college and her younger son is studying for a diploma in civil engineering.

সুস্থ পরিবার মানেই সুখী পরিবার

সুলতানা বেগম (২৮) একজন গৃহিণী। তিনি মুক্তাগাছা উপজেলায় ওয়ার্ল্ড ভিশনের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের শুরুর বছরের উপকারভোগীদের একজন। গর্ভাবস্থায় তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশনের ওয়ার্কশপগুলোতে অংশগ্রহণ করা থেকে শুরু করে নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য নির্দেশিত সবকিছু মেনে চলেছেন। নিজ বাড়িতেই তিনি প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম দেন একজন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর মাধ্যমে। দ্বিতীয় কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। সন্তান জন্মদানের পর সুলতানা প্রসব-পরবর্তী সেবা নিয়েছেন নিয়ম করে। সন্তানের জন্যও নিশ্চিত করেছেন ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রদর্শিত নির্দেশনা এবং পুষ্টি কার্যক্রম, যার মধ্যে পিডি হার্থ সেশন অন্যতম। তার ভাষ্যমতে, সুস্থ শিশুর জন্মদান আর সুস্থতা জীবনের সবচেয়ে বড় উপাদান।

A healthy family is a happy family

Sultana Begum is a homemaker from Muktagacha upazila. In 2011, she became one of the first programme participants under World Vision Bangladesh's Health and Nutrition Progamme. During both of her pregnancies, she attended all the necessary workshops for safe motherhood practices provided by World Vision and diligently followed what she learned for the health of her children.

Her first daughter was born with the support of a skilled birth attendant from World Vision and her second was born at hospital. After their births, Sultana also attended post-natal workshops and trainings held by the nutrition programme (PD/Hearth). With two happy, healthy daughters, Sultana says they are the greatest gifts of her life.

শিশুদের বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত করণ

ওয়ার্ল্ড ভিশন তার কর্মএলাকার লক্ষিত পরিবারের শিশুদের যত্ন ও বিকাশের জন্য তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি শিশুদের লার্নিং রুটস প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশের জন্য কাজ করে। অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে যেন তারা পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

পাঁচ বছর বয়সী ইব্রাহিমের কথা বলা শিখতে অসুবিধা হচ্ছিল। তার বাবা-মা, ইব্রাহিমের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম খুঁজে না পেয়ে, শহর থেকে তাদের নিজ এলাকায় ফিরে যান যেখানে তারা ওয়ার্ল্ড ভিশনের লার্নিং রুটস সেন্টার সম্পর্কে জানতে পারেন। এই কেন্দ্রে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী অন্যান্য শিশুদের সাথে ইব্রাহিমের মতো শিশুদের জন্যও শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ইসিসিডি) কার্যক্রম ছিল। কয়েক মাসের মধ্যেই, ইব্রাহিম কথা বলা শিখে ফেলে যা ছিল তার বাবা-মায়ের জন্য অসীম আনন্দের ।

ইব্রাহিমের মা সানজিদা বলেন, "এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ। সে এখন তার সহপাঠী এবং শিক্ষকদের সাথে সাবলীলভাবে কথা বলতে পারে, এবং পড়াশোনায় খুব মনোযোগী। আমাদের ছেলের মতো শিশুদের জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশনের নেওয়া এই কার্যক্রমকে আমরা সাধুবাদ জানাই।"

Learning Roots: An initiative

Preparing children for school

The Learning Roots project model was implemented by World Vision for the care and development of children from vulnerable families. The organisation seeks to promote the physical, mental, social, and emotional development of children aged three to five years. The project also engages children in learning to inspire parents to enroll them in school later.

Five-year old Ibrahim was having difficulty developing his speech. His parents, not finding proper educational programmes that met Ibrahim's needs, moved back to their hometown from the city where they found out about World Vision's Learning Roots Centre. The centre had early childhood development programmes for children aged 3-5 years and for children with special needs like Ibrahim. In a few short months, Ibrahim made huge progress in his learning, to his parents' utter delight.

"It is a blessing from God," said Ibrahim's mother, Sanjida. "He can speak fluently now, interact with his classmates and teachers and is very attentive in class. We are so grateful to World Vision for looking out for children like our son."

আনলক লিটারেসি: শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পাথেয়

আনলক লিটারেসি কার্যক্রমটি মূলত প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর শিশুদের সাবলীলভাবে পঠন এবং অনুধাবন দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং অক্ষর চেনা, শব্দ উচ্চারণ, পড়ার সাবলীলতা, উন্নত শব্দভান্ডার এবং বোধগম্যতার মান নির্ণয়ের মাধ্যমে শিশুদের দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অসংখ্য শিশু পঠন দক্ষতা অর্জন করেছে এবং সুগম করেছে তাদের পরবর্তী স্তরের শিক্ষা গ্রহণের পথ।

এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিশু সানজিদা (৮) বলে, “আমি রিডিং ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার আগে আমার উচ্চারণের জন্য সবার সামনে কথা বলতে লজ্জা পেতাম। আমার পড়তেও খুব সমস্যা হতো তাই পড়াশোনা করতে উৎসাহ পেতাম না। কিন্তু এখানে আমার শিক্ষকেরা আমাকে খেলাচ্ছলে সঠিক ও সাবলীলভাবে পড়তে এবং উচ্চারণ করতে শেখান। আমার এখন পড়তে খুব ভাল লাগে। আমার এখন অনেক বন্ধু আছে এবং আমার শিক্ষকেরা আমাকে ভালবাসেন।”

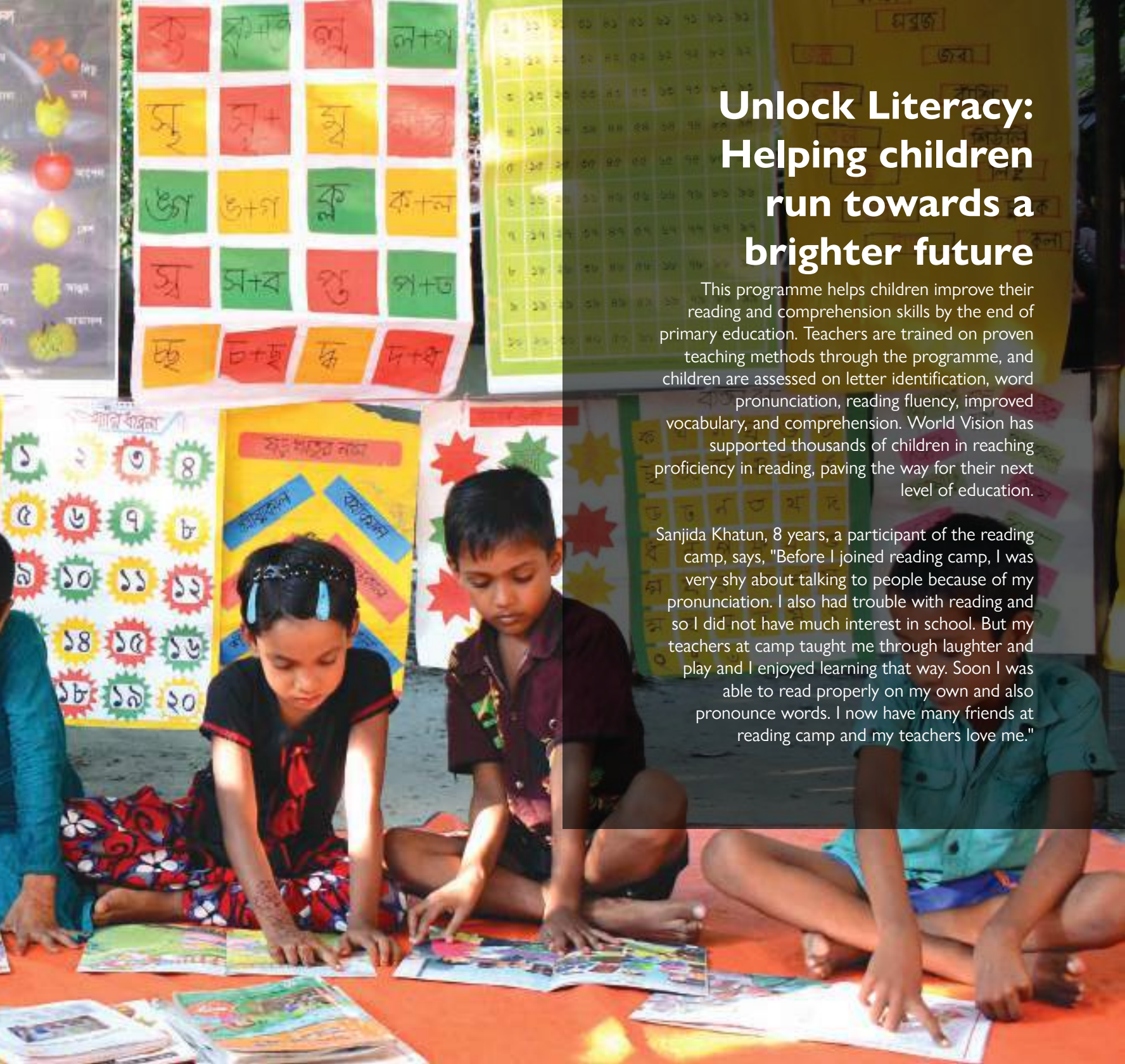

Unlock Literacy: Helping children run towards a brighter future

This programme helps children improve their reading and comprehension skills by the end of primary education. Teachers are trained on proven teaching methods through the programme, and children are assessed on letter identification, word pronunciation, reading fluency, improved vocabulary, and comprehension. World Vision has supported thousands of children in reaching proficiency in reading, paving the way for their next level of education.

Sanjida Khatun, 8 years, a participant of the reading camp, says, "Before I joined reading camp, I was very shy about talking to people because of my pronunciation. I also had trouble with reading and so I did not have much interest in school. But my teachers at camp taught me through laughter and play and I enjoyed learning that way. Soon I was able to read properly on my own and also pronounce words. I now have many friends at reading camp and my teachers love me."

মুক্তির আলোয়

ছবি তুলতে ভালোবাসতেন শশী। কিন্তু শখের বশে তোলা ছবিই যে তার কাল হবে, তা কখনও ভাবতে পারেননি শশী। ফটো স্টুডিওতে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয়ে ভেঙে যায় তার সংসার। অবশেষে স্টুডিওর মালিকের সঙ্গে বাধ্য হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে যায় সে মুম্বাই শহরে। শশী জানায়, দেহ ব্যবসায় রাজি না হলে শরীরের চামড়া কেটে লবণ লাগিয়ে দেওয়া হতো। এ ছাড়া মধ্যযুগীয় কায়দায় যৌন নির্যাতন করা হতো। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রাজি হই। ঠাঁই হয় তার মুম্বাইয়ের পতিতালয়ে। ২০১৩ সালে পতিতালয়ের জানালা ভেঙে পালিয়ে আসে সে বাংলাদেশে। তার এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ায় ওয়ার্ল্ড ভিশন। তাকে দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় পোশাক, আশ্রয়, খাদ্য, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা সহায়তা। মামলা চলাকালীন দেওয়া হয় আইনি ও নিরাপত্তা সহায়তা। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ে অবশেষে শাস্তি হয় পাচারকারীর। শশী ফিরে পায় এক নতুন জীবন।

The light of freedom

Shashi never dreamed that her love of being photographed would lead to the darkest period of her life. Her marriage fell apart when she was blackmailed by the photographer of the photo studio. Abandoned by her family, Shashi saw no choice but to go to Mumbai with her blackmailer, where she ended up in sex work. "When I resisted, they'd cut me and rub salt on the wounds," Shashi recounted. “I finally gave in to make them stop." Shashi had to serve twenty customers daily until she finally escaped to Bangladesh in 2013 by breaking a brothel window. Through its Child Safetynet project and Child Survival Project, in operation between 2013 to 2017, World Vision was able to stand by Shashi and provide her with new clothes, shelter, food, physical and psychological services she would need to heal and start a new life.

বাংলাদেশে নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে

ওয়ার্ল্ড ভিশনের অগ্রণী ভূমিকা

“আমাদের পুরো গ্রামের সব পরিবারের ব্যবহারের জন্য ছিল মাত্র একটি নড়বড়ে ভাঙ্গা নলকূপ। প্রতিদিন পরিবারগুলোকে নিরাপদ পানি সংগ্রহের জন্য ঘন্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। এজন্যে দেখা যেত দিনের অনেকটা সময় ব্যয় হয়ে যেত। এই একটা নলকূপের পানির উপরই আমাদের সবার ধোওয়া মোছা, পান, পরিচ্ছন্নতা, দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য নির্ভর করতে হতো।” বলছিলেন শেরপুরের রেজিয়া।

কয়েক বছর আগেও নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য ছিল একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। দূষিত পানি পান করা, অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার ও যথাযথভাবে বর্জ্য অপসারণ না করার কারণে অসুস্থতার হারও ছিল বেশি। ওয়ার্ল্ড ভিশন পরিবার ও কমিউনিটি পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছে, গ্রামগুলোতে অসংখ্য টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করেছে, এবং শহরে পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন করে সারা বাংলাদেশের হাজার হাজার পরিবারের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিত করে আসছে।

হাবিবা (৯) বলছিলেন, “আমি খুশি যে এখন আমাদের নিজেদের টয়লেট আছে, এবং এটি খুবই পরিচ্ছন্ন, সুবিধাজনক। আমার পরিবারের কেউ এখন আর আগের মতো অসুস্থ হয় না এবং আমি যখনই প্রয়োজন টয়লেট ব্যবহার করতে পারি।”

Healthier communities with access to clean water and safe sanitation: A World Vision achievement

"Our entire village had to use one tube well which was poorly constructed and needed repairing. Every day, families had to wait for hours to get clean water, taking up most of our time. All our washing, drinking, hygiene and livestock water came from this tube well," says Rejia, a programme participant from Sherpur.

Years before, access to safe drinking water and safe sanitation were big challenges in Bangladesh. Without proper waste disposal, illnesses were very common. World Vision has been working tirelessly in promoting personal hygiene, installing tube wells, sanitary latrines in households and communities, installing piped water supplyin urban localities, thereby providing safe water and sanitation support to thousands of families across Bangladesh.

Habiba, 9, says "I am happy we have our own toilet now and it's so comfortable and clean to use. No one in my family gets sick now and I can use this toilet at any time!"

নাগরিকের অধিকার বাস্তবায়নে
সিটিজেন ভয়েস অ্যান্ড অ্যাকশন

সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব সব সময় নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া। সেবাদানের ব্যাপারে সরকারের অনেক আইন ও নীতিমালা থাকলেও বাস্তবায়নে অনেক ক্ষেত্রে থাকে দীর্ঘসূত্রিতা। এসব সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় নাগরিকরা প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হন। ২০১৩ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষার জন্য সরকারি বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করছে। সেই সঙ্গে সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নাগরিক কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের কাজে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য সিটিজেন ভয়েস অ্যান্ড অ্যাকশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলে এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মএলাকায় ৪৫০টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ২০টি থানা শিশু হেল্প ডেস্ক ও ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জনগণের দ্বারা নিয়মিত মনিটরিংয়ের আওতায় এনেছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে বেড়েছে জনগণের সেবাপ্রাপ্তির হার।

Citizen Voice and Action
to implement the rights of citizens

Government service providers should ensure that quality services are accessible to citizens. Despite several government regulations and policies for service delivery, implementation is slow. This is partially because citizen awareness of these services is often low.

Since 2013, World Vision has been using a social accountability approach named 'Citizen Voice and Action' (CVA) to raise public awareness on numerous government programmes, regulations and services aimed at improving health, education, and child protection.

Through CVA, World Vision is working to improve service delivery by holding government service providers accountable. As a result, services in 450 community clinics, 20 child help desks at police stations, and 26 primary schools have improved and the number of people accessing services has increased significantly.

শিশু সুরক্ষায়

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ২০১৫ সাল থেকে সকল ধর্মের নেতৃত্বের সমন্বয়ে শিশুদের সুরক্ষায় নতুন করে কাজ শুরু করে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে প্রদান করে বাল্যবিবাহ নিরোধ, শিশুশ্রম প্রতিরোধ, আদর্শ পরিবার গঠন এবং শিশুর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রশিক্ষণ। এর মাধ্যমে সমগ্র দেশে গত কয়েক বছরে ধর্মীয় নেতারা ৪৫৮টি শিশু নির্যাতন ও ৪০৫টি শিশু বিবাহ বন্ধ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় সমগ্র দেশের ৫৫টি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচিতে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

Faith leaders protecting children's rights

Since 2015, World Vision Bangladesh has been working on a new initiative to protect children involving faith leaders from all religions. World Vision orients the faith leaders on child protection issues like child marriage, child labor, and violence against children so that they are able to raise awareness in the wider community. Faith leaders are also encouraged to promote positive family relationships including the moral and spiritual development of children.

Till date, religious leaders around the country have prevented 458 cases of child abuse and 405 child marriages. These initiatives have been further expanded across the country in all area development programmes and projects.

গ্রাম উন্নয়ন কমিটি: আদর্শ গ্রাম গঠনের পথপ্রদর্শক

২০১৫ সালে একটি নির্দিষ্ট গ্রামের বা শহর পল্লির সকল স্তরের প্রবীণ, যুব ও শিশুদের সমন্বয়ে ৯ থেকে ১৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিগুলো গ্রামের বা শহর পল্লির সার্বিক উন্নয়নের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। ময়মনসিংহের কল্যাণপুর গ্রামে ভিক্ষাবৃত্তি, বাল্যবিবাহ ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেই গ্রাম এখন ভিক্ষুক ও বাল্যবিবাহমুক্ত গ্রাম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেদের। এ ছাড়া নিশ্চিত করা হয়েছে শিশু কল্যাণের সুষ্ঠু পরিবেশ, যা অন্যান্য গ্রামের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। সারা দেশে ১,৮১৪টির বেশি গ্রাম ও শহর উন্নয়ন কমিটি বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে।

Village Development Committee: the path towards building ideal villages

In 2015, VDCs, consisting of 9 to 15 people of all ages, genders and different socio-economic backgrounds were formed by World Vision across Bangladesh. Since then, World Vision has formed 1,814 VDCs currently in operation in Bangladesh. The members of the committees work together, taking every member's input, to ensure and implement the plans of developing sustainable villages.

In Kalyanpur village, Mymensingh, child marriage and extreme poverty leading people to beg for survival were common community challenges. VDCs worked to raise awareness on the risks of child marriage and helped people find alternative income generating options. Kalyanpur village is well known for addressing issues of child well-being, making it an ideal model for other villages to emulate.

Let there be light

Extreme poverty compelled Kohinoor,17, to leave school forever and start earning through tailoring. Stitching daily led to perforated fingers and backpain from being hunched over for hours. Despite all the labour, she used to earn a minimum amount barely enough to buy two meals for her family. In 2015, she attended a two-month beautician training course and then successfully landed a job at a local beauty parlour. She started earning over twice as much as she did from sewing. Moreover, this job was more flexible and without health hazards. By working six hours a day, she had more free time to help her mother and spend time with her friends. World Vision's child labour eliminating projects save the lives of millions of children working hazardous jobs in Dhaka, Chittagong, Khulna, Dinajpur and Rangpur.

দ্যুতি ছড়াচ্ছেন কোহিনূর

চরম দারিদ্র্যের কারণে কোহিনূর পড়ালেখা ছেড়ে বাধ্য হয়ে কাপড় সেলাই করে উপার্জন করতে শুরু করেন। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে বসে কাপড় সেলাই করার কারণে তার পিঠে ব্যথা হতো, সুঁইয়ের আঘাতে তার আঙুল ক্ষতবিক্ষত হতো। এত পরিশ্রমের বিনিময়ে তিনি যে টাকা উপার্জন করতেন, তা দিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটত খুব সামান্যই। ২০১৫ সালে তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় বিউটিফিকেশনের ওপর দু-মাসের প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি চাকরি নেন একটি বিউটি পার্লারে। এতে তিনি আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ অর্থ উপার্জন করতে শুরু করেন। উপরন্তু এই কাজটি তুলনামূলকভাবে সহজ, আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যঝুঁকিমুক্ত। এখন তিনি পার্লারে ছয় ঘণ্টা কাজ করেন, পাশাপাশি তার মাকেও কাজে সাহায্য করেন। ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, খুলনা ও রংপুর এলাকায় মিলিয়নের অধিক শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে রক্ষার জন্য কাজ করেছে।

যুব উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা আশীর্বাদ স্বরূপ

আর্থিক অনটন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলাদেশের অসংখ্য তরুণের পড়ালেখা মাঝপথে থামিয়ে দেয়, যুব সমাজ বাধা পড়ে বেকারত্বের বেড়াজালে। যুবদের বেকারত্বের এই সমস্যা মোকাবেলায়, ওয়ার্ল্ড ভিশন মোটর রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদ্যুতিক কাজ, মোবাইল মেরামত, টেইলারিং, হাত ও মেশিন অ্যামব্রয়েডারি এবং বুটিক ব্যবসা পরিচালনার কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে।

খুলনার সঞ্জয়ের (২২) পক্ষে এর পরিবারের ভরণ পোষন জোগাড় করা একসময় কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, "আমি আমার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মরিয়া হয়ে একটি চাকরী খুঁজছিলাম। আমি অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছি কিন্তু কোথাও চাকরী পাচ্ছিলাম না। আমি আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে আমি মোবাইল ফোন মেরামতের প্রশিক্ষণ পেয়েছি। এখন আমার নিজের একটি মোবাইল মেরামতের দোকান আছে এবং আমি আরো দুটো দোকান ভাড়া নিয়েছি।" ওয়ার্ল্ড ভিশন ২০১৫ সাল থেকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সঞ্জয়ের মতো হাজার হাজার বেকার যুবককে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করেছে।

Technical Vocational Education for Youth Development

Financial trouble and lack of access are just a couple of reasons a lot of young people in Bangladesh stay out of school and are also unable to hold down jobs. To address this problem of youth unemployment, World Vision provides technical education on motor mechanics, electrical work, mobile repair, tailoring, hand and machine embroidery and conducting boutique business.

Sonjoy, 22, from Khulna was having difficulty finding a job to support his family.

"I was desperately looking for a job to support my parents. I tried many places but no one was giving me a chance. I almost gave up hope from all the discouraging responses. World Vision trained me in mobile phone repair. I now own a mobile repair shop and I rent two more."

Since 2015, World Vision has helped thousands of unemployed youths like Sonjoy become self-sufficient through these skills and technical education trainings.

থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে

ধোবাউড়া উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কলসিন্দুর। এই গ্রামেরই একদল মেয়ে প্রথবারের মত আন্তর্জাতিক শিরোপা জিতে বিশ্বের দরবারে উজ্জ্বল করেছিল বাংলাদেশের নাম। আঠারো সদস্যের জাতীয় ফুটবলারের মধ্যে দশজনই ছিলেন কলসিন্দুরের। দলটি ২০১৪ সালে স্বাগতিক দেশ নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দলের হয়ে অনুর্দ্ধ ১৪ আঞ্চলিক এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতেছিল। ওয়ার্ল্ড ভিশনের প্রাক্তন স্পন্সরড শিশু এবং জাতীয় বালিকা ফুটবল দলের খেলোয়াড় কল্পনা আক্তার বলেন, "আমার কাঠমিস্ত্রি বাবার পক্ষে আমার শিক্ষার খরচ বহন করা অসম্ভব হয়ে পরেছিল।"

এই অবস্থায় কল্পনা ভাবতে পারেননি তার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন কখনো পূর্ণ হবে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের শিক্ষা সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কল্পনার মত এই গ্রামের অনেক কিশোরীর জীবন পরিবর্তন হয়।

"ওয়ার্ল্ড ভিশন আমার স্বপ্ন পূরণের পথ সুগম করেছে। আমি গর্বিত যে, যা করতে আমি ভালবাসি তার মাধ্যমে বিশ্বের মঞ্চে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি" বলেন কল্পনা।

Breaking social taboo: Girls' football team brings honour to the country

A group of girls from Kolsindur, a remote village of Dhobaura upazila, won the first international title for the Bangladesh National Female Football team. Out of 18 national footballers, ten were from Kolsindur. The team won the Asian Football Confederation (AFC) under 14 Regional Championship in 2015 against host country Nepal. Kalpona Akter, a former World Vision sponsored child and a National Girls Football team player, said, "Being a carpenter, my father was unable to bear my educational expenses."

Kalpona's dream of becoming a footballer seemed far beyond her reach. World Vision changed this when Kalpona and many of her teammates received educational support and training from the organisation.

"World Vision's support paved the way for me to achieve my dream. I am proud that I get to represent Bangladesh on the global stage doing something that I love." says Kalpona.

শিশুর পুষ্টির চাহিদা পূরণে জিঙ্কসমৃদ্ধ ধান

গর্ভবতী মা ও শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পুষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মা ও শিশুর পুষ্টির চাহিদা পূরণে ওয়ার্ল্ড ভিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচিত চাষীদের বায়োফর্টিফাইড জিঙ্ক ধান চাষের প্রশিক্ষণ ও বীজ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত চাষী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা এখন নিয়মিত জিঙ্কসমৃদ্ধ চাল, মুড়ি ও চিড়া খাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, পরিবারের চাহিদা পূরণ শেষে অনেকেই এই চাল বাজারে বিক্রি করছেন। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড ভিশন সারা বাংলাদেশে এক মিলিয়নেরও বেশি চাষীকে জিঙ্ক ধান চাষের আওতায় এনেছে।

ঠাকুরগাঁও থেকে সখিনা বলেন, "আমরা ২০১৯ সালের আগে চিরাচরিত পদ্ধতিতে ধান চাষ করতাম। ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে জিংক ধান চাষের প্রশিক্ষণ পেয়ে এই ধান উৎপাদন করেছি। এই চালের ভাত খাওয়ার ফলে আমাদের ও সন্তানদের স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করি।"

সখিনা বলেন, "আমাদের বড় ছেলের স্বাস্থ্য এখন আগের চেয়ে ভাল হয়েছে এবং ২০১৯ সালে জন্ম নেওয়া আমাদের দ্বিতীয় সন্তান জন্ম এখন পর্যন্ত সুস্থ আছে।"

Zinc Rice- A sustainable solution for malnutrition

Bangladesh has made significant gains in improving nutrition. However, mothers and children, particularly in rural areas, still struggle with malnutrition. To improve nutrition outcomes, World Vision has been training farmers and providing inputs to grow bio-fortified zinc rice since 2016. This rice is a healthier option for families, especially mothers and children. World Vision is also providing zinc-rich rice, puffed rice, and flattened-rice to the families. Families are eating healthier and selling their surpluses at local markets.

"We used to cultivate and consume traditional rice before 2016. After being trained by World Vision on zinc rice farming, we can see a huge difference in our health and our children's health from consuming this rice," said Sokhina, from Thakurgaon.

"Our son is a lot healthier now and our second child, born in 2019, has been very healthy since birth." she said.

ক্যাফে জয়িতা

২০১৭ সালের মার্চ মাসে সংসদ ভবনের ক্যাফেটেরিয়ায় 'জয়িতা ক্যাফে'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীরা সম্মানজনক কাজের সুযোগ পাবেন। তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে পথ চলবেন।' ক্যাফে জয়িতা হলো বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, জয়িতা ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড ভিশন ও সিবিওর একটি যৌথ উদ্যোগ। সিবিওর তরুণ নারীদের জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ক্যাটারিং সার্ভিসের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে সংসদ ভবনে তাদের 'জয়িতা ক্যাফে'র সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ক্যাফেটেরিয়ার মাধ্যমে সিবিওর পিছিয়ে পড়া ৩০ জন নারী এখন আত্মনির্ভরশীল।

Café Joyeeta: Employing women in the national parliament

In March 2017, Prime Minister Sheikh Hasina launched 'Café Joyeeta' at the National Parliament building. At the launch she said, "Women will get better employment opportunities by increasing their knowledge and skills. They will become self-reliant and live with their heads held high."

Café Joyeeta is a joint initiative of the Ministry of Women and Children Affairs of Bangladesh Government, Joyeta Foundation, World Vision and Community Based Organization (CBOs). The young women from the CBOs received training on catering services and upon completion, they were given jobs at 'Café Joyeta' in the National Parliament building. 'Café Joyeeta' is supporting thirty women to gain economic empowerment.

আলোকিত সমাজ গঠনে

যুব ফোরাম

যুব ফোরামের নেতা দোলা বলেন, ‘মেয়েরা বোঝা নয়। তারা যদি সমান সুযোগ-সুবিধা পায়, তাহলে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলতে পারে। তারা অনেকের কল্পনার চেয়েও বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে।’ ওয়ার্ল্ড ভিশন দোলার মতো যুবদের নিয়ে গঠন করেছে যুব ফোরাম। যুব ফোরামের কাজ হলো শিশু সুরক্ষা, যুব উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও তাদের অধিকার নিয়ে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ্যাডভোকেসি করা। দোলার মতো অনেকে এখন ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মএলাকায় যুবসমাজের উন্নয়নে কাজ করছেন।

Youth forums,
creating the next generation of leaders

World Vision formed youth forums with young people like Dola in mind. “Girls are not a burden, they can fly like birds. They can go further than we can imagine,” says16-year-old Dola.

World Vision uses youth forums as a platform to teach young people with leadership potential about child protection, youth development, youth employment, and advocacy with government at national and international level to establish their rights. Dola is just one of the many incredible young people working with World Vision to make Bangladesh better.

জেন্ডার সমতায়নে পুরুষের অংশগ্রহণ

গৃহস্থালী কাজ এবং সন্তান লালন-পালন মূলত নারীর কাজ- এই চিন্তাধারা কে পরিবর্তন করতে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ইউএসএআইডি'র নবযাত্রা সহ অন্যান্য গ্রান্ট প্রকল্পগুলোতে 'মেনকেয়ার' পদ্ধতির প্রয়োগ করে আসছে। মিলেমিশে সিদ্ধান্ত নেওয়া, গৃহস্থালী কাজে আর সন্তান পালনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অংশগ্রহণ আর বাল্যবিবাহের নেতিবাচক প্রভাব রোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, এখানে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা প্রভাবক হয়ে নিজের জ্ঞান কমিউনিটির অন্যদের মাঝে সহভাগিতা করেন এবং অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সাতক্ষীরার পার্বতী আর তার স্বামী এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী। পার্বতী বলেন, "আমার স্বামী এখন আমাকে গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করে এবং সন্তানদের দেখাশোনাও করে। ফলে আমার কাজের চাপ অনেক কম এবং আমি অন্যান্য কাজে ও সময় দিতে পারি।"

Male engagement for gender equality

In Bangladesh, household work and raising children is largely considered as women's work. World Vision Bangladesh, through USAID's Nobo Jatra project and other grant funded projects, implements a MenCare approach to promote inclusive change and transformational shifts in gender norms and covers key concepts such as shared decision making, division of domestic and care giving responsibilities and addresses the pervasive practice of child marriage. The MenCare approach is targeted to both men and women, including those from poor and extreme poor households, persons with disability and also influential family members like grandmothers. Participants become catalysts, sharing their knowledge with others in the community and setting a good example for their own children. Parbati of Satkhira shares, "My husband now helps me with the household work and also takes care of the children. As a result, my workload is much less and I can devote more time to other tasks."

চার বছরে বাংলাদেশ রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স

‘আমি কৃতজ্ঞ, কারণ প্রতি মাসে আমি এখান থেকে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রী পাচ্ছি,’ বলছিলেন নূর নামের ৪৩ বছর বয়সী একজন রোহিঙ্গা মা। তিনি ওয়ার্ল্ড ভিশন পরিচালিত বিতরণ কেন্দ্রে মাসিক রেশন হিসেবে চাল, ডাল ও তেল সংগ্রহ করতে আরও ১৫-২০ জন রোহিঙ্গাদরে সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আরো জানালেন, ‘এই খাদ্য সহায়তা, আমার পরিবার এবং আমার মতো আরও হাজার হাজার শরণার্থীর জীবন রক্ষা করেছে।’

কয়েক দশক ধরে চরম সহিংসতা এবং নিপীড়নের শিকার হয়ে ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে নূর, তার স্বামী জোকোরিয়া এবং চার সন্তানসহ আরো প্রায় ৭,৪০,০০০ জন রোহিঙ্গা জনগণের সাথে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। আজ চার বছর পর তারা বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শরণার্থী ক্যাম্পে বসবাস করছেন; যা এখন ৮,৬০,০০০-এরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল।

বিগত কয়েক দশক ধরেই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে প্রবেশ করছেন। সর্বপ্রথম ১৯৯১ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন তাদের খাদ্য, ঔষধ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে। ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ভিশন ৩৪টি ক্যাম্পে খাদ্য বিতরণ, পুষ্টি কার্যক্রম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশু সুরক্ষা, করোনা সচেতনতাসহ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে মোট ৫৮৪,৭২৪ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করেছে। শিশু ও কিশোরদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য জীবিকায়নের সুযোগ তৈরির পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড ভিশন তাদেরকে মিয়ানমারে নিরাপদ ও স্থায়ী প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনে এ্যাডভোকেসী করে যাচ্ছে।

Four years on: Bangladesh Rohingya Crisis Response

“I am thankful for the essential food that we receive each month,” says Nur, 43, a Rohingya mother, as she queues patiently alongside 15-20 fellow refugees at World Vision’s distribution point to collect monthly rations of rice, lentils and oil. “It has saved our lives and the lives of thousands of other refugees like us.”

Nur, her husband, Zokoria, and their four children are among the 740,000 Rohingya people who fled extreme violence and decades of persecution in Myanmar in August 2017. Today, four years later, they live in the world’s largest refugee camp in Cox’s Bazar, Bangladesh - now home to more than 860,000 Rohingyas.

Rohingya people have been coming into Bangladesh for decades. In 1991, World Vision first provided them with food, medicine, housing materials, and school supplies. Since 2017, World Vision has reached 584,724 Rohingya people. Life-saving humanitarian assistance including food distribution, nutrition and WASH programmes, child protection, COVID-19 awareness and more were covered across 34 camps. World Vision is also supporting livelihood opportunities for adults and advocating for their sustainable return and reintegration into Myanmar.

গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ডিজিটাল বালা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেখানে গর্ভবতী মায়েদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য,ওয়ার্ল্ড ভিশনের কোয়েল বালা (ডিজিটাল চুড়ি) সেখানে কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। খুলনার দাকোপ উপজেলার আঁখি বলেন, "কোয়েল বালা হলো আমার ডাক্তার। এই চুড়ি সপ্তাহে দুইবার আমাকে সবজি, দুধ খাওয়ার পরামর্শ দেয় আর সময়মতো চেকআপের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে যাওয়ার কথাও মনে করিয়ে দেয়। আমার পরিবারের সদস্যরা আর প্রতিবেশীরাও চুড়ির বার্তা শুনতে পারে।" ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ইউএসএআইডি এর নবযাত্রা প্রকল্প এবং তাকেদা হেলদি ভিলেজ প্রকল্পের মাধ্যমে ২২৫০টির ও বেশি গর্ভবতী নারীদের কোয়েল বালা পৌঁছে দিয়েছে এবং তাদের সুস্থ গর্ভধারণ নিশ্চিত করছে।

Digital audio bangles provide health tips to pregnant mothers

In rural Bangladesh, pregnant women can struggle to access timely and quality healthcare services. In 2018, World Vision took a creative approach to supplement quality community-based health care through COEL bangles, a wearable bangle that transmits weekly audio health tips for pregnant women.

"COEL bala (bangle) is my own personal doctor. This bangle speaks twice a week and advises me to eat nutritious food, take rest and seek health care at community clinics at the right time. My family and neighbors also listen to these messages'. Says Akhi, a mother in Dacope sub district, southwest Bangladesh. Through USAID's Nobo Jatra project and the Takeda Healthy Village project, World Vision Bangladesh have reached over 2,250 pregnant women with COEL bangles to promote healthy pregnancies and give children a healthy start in life.

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা
শাপলা

সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই কন্যাশিশুকে নিয়ে দুঃসহ জীবনযাপন করছিলেন শাপলা (৩০)। স্বামীর চাষের জমিতে ফসল ফলিয়ে সবার মুখে খাবার জোগানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা ছিল তার। কিন্তু কোনোভাবেই যেন চেষ্টার ফসল ঘরে তুলতে পারছিলেন না। ২০১৮ সালে হাজারো ক্ষুদ্র চাষীর মতো শাপলাকে ওয়ার্ল্ড ভিশন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে নির্বাচিত করে। তাকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি গরু বিক্রি করে একটি পাওয়ার টিলার কেনেন। এই পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে শাপলা এখন তিনশর অধিক চাষীকে স্বল্পমূল্যে সেবা দিয়ে হয়েছেন স্বাবলম্বী।

Shapla perseveres and becomes an entrepreneur

Shapla, a mother of two daughters, lost her husband in a road accident. Like most women in Bangladesh, this loss left her in tremendous misery. She was inexperienced in farming and her attempts to grow crops on her husband's land yielded little results. It was a welcome relief when, in 2018, Shapla was selected as one of many small entrepreneurs by World Vision. She was provided with training in small business development methods. After completing the training, she sold some of her assets and bought a power tiller. Shapla now provides low-cost agricultural services to more than 300 farmers in her area and has the income to support herself and her children.

জীবনযুদ্ধে জয়ী মঞ্জুরি

জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ে ক্লান্ত 'মঞ্জুরি'র শরীরে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি ক্যান্সার। দিনমজুর স্বামীর পক্ষে তার চিকিৎসা ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ জোগানো ছিল প্রায় অসম্ভব। তবুও হাল ছেড়ে দেননি তিনি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মঞ্জুরি ২০১৮ সালে পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাড়ির পাশের ২৩ শতাংশ জমিতে শুরু করেন হাইব্রিড মরিচের চাষ। এখন তিনি একজন সফল চাষী। তিনি বলেন, 'এখন আমার চিকিৎসা ও সন্তানদের পড়ালেখার খরচ নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করছি।' ভ্যালু চেইন প্রকল্পের মাধ্যমে মঞ্জুরির মতো অসংখ্য কৃষক হয়েছেন আত্মনির্ভরশীল।

Monjuri becomes self-reliant

Monjuri's family was already struggling to make ends meet when she found out she had cancer. Her husband, a day labourer, could not afford her healthcare and their children's education. But Monjuri did not give up.

In 2018, she received training on agricultural production, marketing and value chains. She started cultivating hybrid peppers on 23 decimals of land next to her house, eventually becoming a self-sustaining farmer. She said, "It is a good feeling to be able to manage my medical treatment and education of my children without worry. I am also able to save for the future with my earnings."

Through World Vision's value-chain projects, many farmers have become self-sufficient.

রিভার্স অসমোসিস বছরজুড়ে নিরাপদ পানির সংস্থান

বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দারা বছরজুড়ে ঝড়-বন্যার মতো দুর্যোগের সাথে সাথে নিরাপদ পানি থেকেও বঞ্চিত। এই এলাকার অধিবাসী সাবিনা বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এলাকার পরিবারগুলো ১.৫ কিলোমিটার দূরের নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করত। সেই পানিও ছিল আয়রন এবং আর্সেনিক দূষিত। ডায়রিয়া ছিলো আমাদের এলাকায় নিত্যদিনের ঘটনা।" ইউএসএআইডি'র নবযাত্রা প্রকল্পের মাধ্যমে, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এই অঞ্চলের চারটি উপজেলায় দশটি রিভার্স অসমোসিস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করেছে। প্লান্ট স্থাপনায় নবযাত্রার সাথে ছিলো স্থানীয় সরকার এবং এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা। বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রায় ১৮,০০০ মানুষের কাছে বছরজুড়ে - এমনকি কোভিড-১৯ অতিমারি এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়েও, নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে এই দশটি রিভার্স অসমোসিস প্লান্ট।

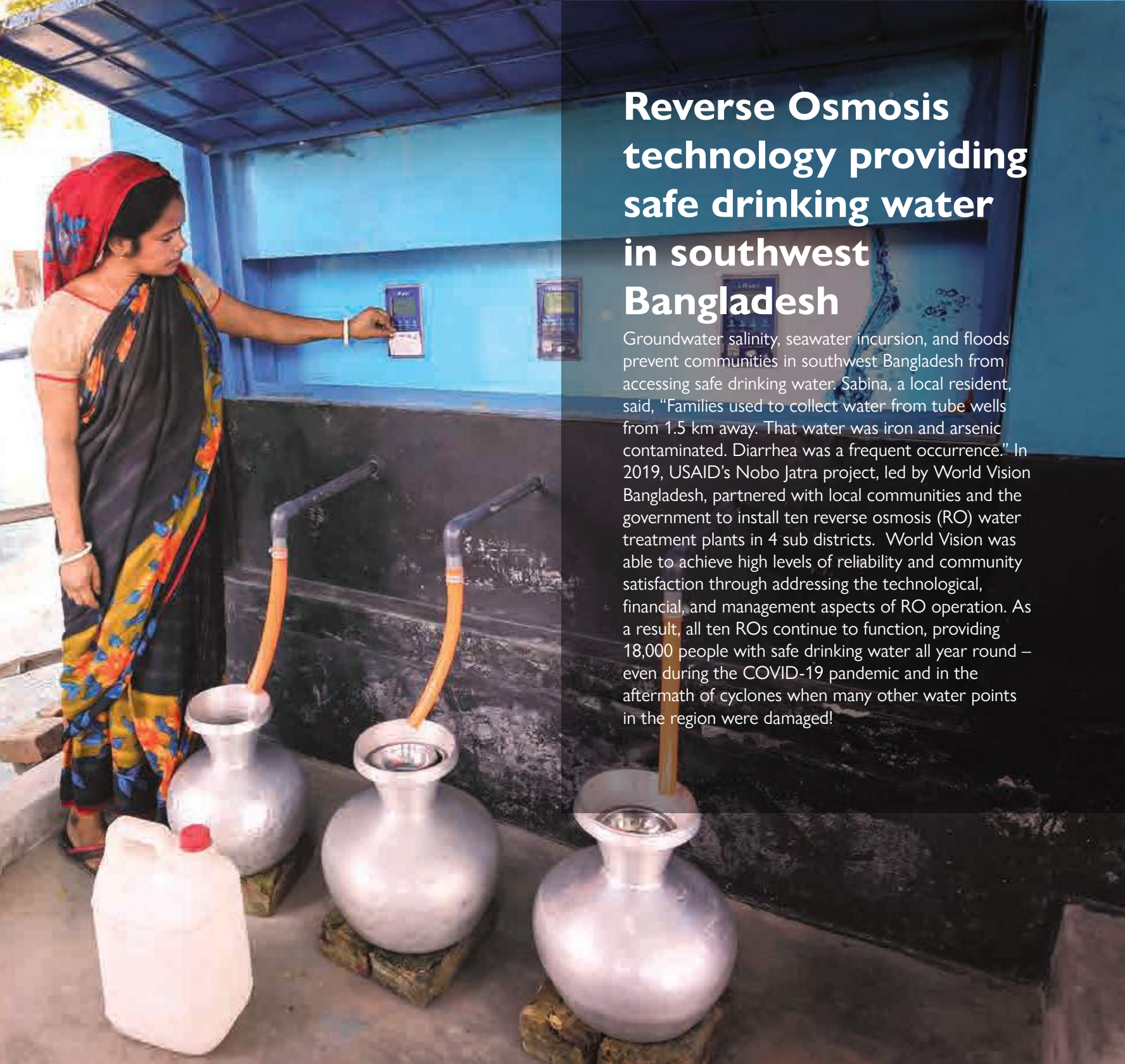

Reverse Osmosis technology providing safe drinking water in southwest Bangladesh

Groundwater salinity, seawater incursion, and floods prevent communities in southwest Bangladesh from accessing safe drinking water. Sabina, a local resident, said, "Families used to collect water from tube wells from 1.5 km away. That water was iron and arsenic contaminated. Diarrhea was a frequent occurrence." In 2019, USAID's Nobo Jatra project, led by World Vision Bangladesh, partnered with local communities and the government to install ten reverse osmosis (RO) water treatment plants in 4 sub districts. World Vision was able to achieve high levels of reliability and community satisfaction through addressing the technological, financial, and management aspects of RO operation. As a result, all ten ROs continue to function, providing 18,000 people with safe drinking water all year round – even during the COVID-19 pandemic and in the aftermath of cyclones when many other water points in the region were damaged!

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে
মার্শাল আর্ট

রাজশাহীর পবা উপজেলার ১৫ বছরের শায়লা বলেন, 'সবার আগে আস্থা রাখতে হবে নিজের যোগ্যতার ওপর। এরপর নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলার জন্য। তাহলেই তুমি সফল হবে। অন্যের সাহায্যের আশায় বসে থেকো না। যত খারাপ পরিস্থিতিই আসুক না কেন, লড়াই চালিয়ে যাও। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হবেন।' শায়লার মতো ১৪৫ জন কিশোরী ছয় মাসের মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের এলাকায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদের এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশন 'সাহস' নামক ছয় মাসের মার্শাল আর্টের কোর্সটি কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড স্পন্সরশিপ প্ল্যানিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

Building women's confidence through martial arts

"Know and trust yourself and you will be successful. Do not wait for others to help. Overcome bad situations by yourself. God will help you," says 15-year-old Shaila Parvin from Paba in Bangladesh's Rajshahi region. Shaila is one of 145 adolescent girls who received a six-month training in martial arts in 2019.

This training is part of World Vision Bangladesh's 'Shahosh' initiative aimed towards ending gender-based violence. The programme has been a resounding success and now being scaled across World Vision programmes.

শিশুশ্রমিক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা: জাতিসংঘের রিয়েল লাইফ হিরো আঁখি

পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার অভাবের সংসারে বন্ধ হয়ে যায় আঁখির পড়াশোনা। বদলে যায় তার জীবনের গল্প। সে কাজ শুরু করে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায়। স্যাঁতসেঁতে, ঘিঞ্জি পরিবেশে আঁখি পরিষ্কার করত চিংড়ি মাছ। এতে ক্ষয় হতে শুরু করে তার ছোট্ট দুটি হাত। শিশুশ্রম বিক্রি করেই ঘুরত তাদের সংসারের চাকা। অবশেষে ২০১৮ সালে ওয়ার্ল্ড ভিশন শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করে আঁখিকে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের পক্ষ থেকে তাকে প্রদান করা হয় সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ। দেওয়া হয় সেলাই মেশিন আর কিছু কাপড়। শুরু হয় তার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার গল্প। করোনা অতিমারির শুরুতেই সে নিজ উদ্যোগে মাস্ক তৈরি করে বিনামূল্যে বিতরণ করে। জাতিসংঘ তাকে স্বীকৃতি জানিয়ে ‘রিয়েল লাইফ হিরো’ উপাধি প্রদান করে। এখন সে ১৫টি সেলাই মেশিন নিয়ে পরিচালনা করছে কারখানা।

From child labour to a small entrepreneur:
The UN's Real-Life Hero Akhi

Akhi was forced to drop out of school and work at a shrimp processing factory. Akhi's father was paralysed and the family income was sporadic. In the damp, congested confines of the factory floor, Akhi's delicate hands grew calloused from cleaning shrimp. She felt trapped because her income fed her whole family.

In 2018, World Vision gave her a way out. She was given tailoring training, a sewing machine, fabric and other supplies she needed to start a small business and make her own hours. When the COVID-19 pandemic hit, Akhi provided masks for free to people who could not afford them. Her selflessness gained her recognition from the UN and she received 'The Real-Life Hero' award. Akhi's business has grown to 15 machines and she employs women from her community.

World Vision has provided opportunities like these to 884 children like Akhi, bringing them out of child labour and enabling them to make their living on their own terms through the Jiboner Jonno Project (JJP).

কোভিড-১৯ অতিমারি: লক্ষাধিক অসহায় মানুষের পাশে ওয়ার্ল্ড ভিশন

কোভিড-১৯ অতিমারি সমগ্র পৃথিবীকে থমকে দিয়েছে, বিশেষত প্রভাবিত করেছে স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা খাতকে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়। এর ফলে জনমনে একদিকে যেমন নেমে আসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আর মৃত্যুভয়, অন্যদিকে লকডাউনের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পড়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে। কোভিড-১৯ ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রোগ্রামের (কভার) মাধ্যমে, ওয়ার্ল্ড ভিশন মোট ২,০৪১,৯২৫ জন অসহায় মানুষকে সহায়তা করে। কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিশু সুরক্ষা, শিক্ষা, খাদ্য এবং জীবিকায়ন সহায়তা নিশ্চিতকরণ ছিল এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রদত্ত নগদ অর্থ সহায়তা অসহায় পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় সাহায্য করেছে। এই কার্যক্রমের আওতাভূক্ত মৌসুমি বলেন, "লকডাউনের সময়ে আমার স্বামীর চাকরী চলে যাওয়ার কারণে আমাদের ঋণ ধার করে দিন পার করতে হয়েছিল। আমরা ওয়ার্ল্ড ভিশন থেকে যে ৩,০০০ টাকা পেয়েছিলাম যা দিয়ে ঋণ শোধ করি। আর বাকিটা দিয়ে আমার মেয়ের জন্য পুষ্টিকর খাবার কিনেছি।"

World Vision's

Response to the pandemic

The COVID-19 pandemic has affected the whole world especially in the health, socio-economic and education sectors. Bangladesh was hit by the pandemic in March 2020. People were afraid of contracting the illness and facing death. Due to the lockdown, millions slipped into deeper uncertainty. Through the COVID-19 Emergency Response Programme (COVER), World Vision reached a total of 2,041,925 people. The programme included preventative measures to limit the spread of COVID-19, supporting healthcare systems and workers, supporting children and families with child protection, education, food and livelihoods.

The unconditional cash grant support was part of the livelihood assistance approach which helped families cope with the economic crisis. Mousami, a programme participant said, "I received BDT 3,000 (USD 35.21) from World Vision which helped us pay back our loans from when my husband lost his job due to the lockdown. I was also able to buy nutritious food for my daughter."

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে শিশু সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সমন্বয়ের স্বীকৃতি

In 2020, World Vision Bangladesh was recognized for forming the biggest, most integrated partnership with the Government of Bangladesh in recent times to enhance child protection measures

World Vision Bangladesh's strategy
aims to bring fullness of life for 14.4 million of the country's
most vulnerable children within the next five years.
This strategy will guide us to transform
hard-to-reach communities and address the root causes of
multi-dimensional poverty and injustice.

Thank you

for being with us in this glorious 50-year journey, and we look forward to working together with you in our upcoming days to bring sustainable change in the lives of these children.

Connect With Us

35 Kemal Ataturk Avenue Banani,
Dhaka -1213, Bangladesh PO Box - 9071

Phone: +88 02 982 1004-11
Fax: +88 02 9821055

https://twitter.com/wvbangladesh

https://www.facebook.com/WVBangladesh

https://www.youtube.com/WVBangladesh

www.wvi.org/bangladesh